প্রমোদ-রঞ্জন।

(রঙ্গনাট্য)

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্, এ

প্রণীত।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত।

(২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা)

কলিকাতা

৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডিন্ প্রেসে

ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত

১৩০৫।

মূল্য ॥০ আট আনা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

রাজকীয় বঙ্গ-রঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণ এই পুস্তকখানি তাঁহাদিগের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত করিয়া এবং শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু পুস্তকান্তর্গত গীতগুলির নৃত্য গঠন করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

গ্রন্থকার।

প্রস্তাবনা।

অদৃষ্টবালিকাগণ।

(গীত)

(আমরা) কোথা থেকে আসি কোথা যাই।
ভাব দেখিহে ভাবুক সুজন বুঝিতে পার কি তাই ?
ভেবে ভেবে যেজন হয় সারা,
তারি চোখে ফুটি দিনে তারা,
যেজন ভাবেনা বোঝেনা দেখেনা শোনেনা
তার গাছে গাছে সোণা ফলাই।
কাঁটা হয়ে থাকি কেতকী ফুলে,
ফণা তুলে রই তটিনী কূলে,
ঢালি সাগরের তলে তপন কিরণ
আঁধার ঘরে চাঁদ ভাসাই॥
(আমরা) হাসির ভিতরে শোকের গান,
সলিলে অনিলে শিলার প্রাণ,
শুকায়ে সাগর বসাই নগর,
শিশিরের নীরে গিরি গলাই॥

প্রমোদ-রঞ্জন।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পার্ব্বত্য-পথ।

(গীত)

চঞ্চল।— এক দুই তিন চার, এক দুই তিন চার,
প্রেমেতে পড়েছ বাঁধা জোর কেন আর॥
এস সুড় সুড়, এস গুড় গুড়,
এস থপ করে, ধর লপ করে, করেছি অমিয়মাখা চার।

(চঞ্চলার প্রবেশ)

চঞ্চলা।— পাঁচ ছয় সাত আট, পাঁচ ছয় সাত আট,
ছেড়েদে ছেড়েদে মালসাট,
এ চারে নড়েনা পাতা, এ টানে দোলেনা লতা,
এ বলে খোলেনা কভু হৃদয়-কবাট।

চঞ্চল।— সাবধান—চুপ কর—জোর গেছে তার।

চঞ্চলা।— বাসুকীর টান হরে, তুই কোন ছার॥

চঞ্চল। তুই ঠাউরেছিস কি ?

চঞ্চলা। তুই ঠাউরেছিস কি ?

চঞ্চল। তারা এল বলে।

চঞ্চলা। দূর পাগল !

চঞ্চল। দূর পাগলী !

চঞ্চলা। সাবধান হয়ে কথা বলিস, তোর ক্ষমতা নয়।

চঞ্চল। সাবধান হয়ে বলিস, আমার ক্ষমতা।

চঞ্চলা। হা হা হা—

চঞ্চল। হা হা হা—তবে বলি শোন, পুরুষ টানতে রূপ—

চঞ্চলা। আর মানুষ টানতে মায়া—হাঁ মা! কার ক্ষমতা ?

(জয়ন্তীর প্রবেশ)

জয়ন্তী। তোমরা দু'জনে দু'পথে যাও—দু'জনের মোহাড়া আগলে থাক।

চঞ্চল। তাইত বলি আমি না থাকলে কি টান আসে।

[প্রস্থান।

চঞ্চলা। আর আমি না থাকলে কি কাছে ঘেঁসে।

[অন্যদিক দিয়া প্রস্থান।

জয়ন্তী। দে রামা মানুষ দে।

[প্রস্থান।

(রঞ্জনের প্রবেশ)

রঞ্জন। না, আর কেন ? সে যখন কিছুতেই আমার হ'লনা, তখন তার জন্য আর অনাহারে ঘুরে ঘুরে দেহপাত কেন ? না, আর না—আর তারে খুঁজছি না। এই পর্য্যন্তই তার অনুসন্ধানের শেষ—এমন নরাধম! তোর জন্য আত্মীয় স্বজন জন্মভূমি

সমস্ত ত্যাগ করলেম, বনে বনে ঘুরলেম, তুই সেই আমাকে পরিত্যাগ করে পালিয়ে গেলি ?—না, আর তার চিন্তাও নয়। তারে খোঁজবার দরকার কি ? সে যখন আমায় ফেলে চলে গেল, তখন কি আমার কি হবে একবারও ভেবেছিল ? নিদ্রিত, অসহায়, অনাহারে, ভীষণ বনে, গাছের তলায় আমার কি বিপদই না ঘটতে পারত ? গেল ? চলে গেল ? সত্যসত্যই চলে গেল ? গেল গেল বয়ে গেল, ক্ষতি কি ? ঘরের ছেলে ঘরে যাই—পায়ের উপর পা দিয়ে বসে খাই। সে আমার ভাবনা ছাড়লে, আমি তার ভাবনা ছাড়তে পারবনা ? কেন পারবনা ? এই পারলুম, এই ছাড়লুম।

[প্রস্থান।

(গিরিবালিকাগণের প্রবেশ)

(গীত)

আয় আয় রামধনু ভাই চল্লি কোথা চলে।
আয় ঝরে ঝরে থরে থরে থরে,
দেব চারি ধারে রঙিন রঙিন ফুলে ॥
গায়ে তোর হাত দেবনা, যেচে লব রূপের কণা,
ছড়িয়ে দেব দূর্ব্বাদলে, ভাসিয়ে দেব জলে।
মাখিয়ে দেব তরুর ছায়, ভিজিয়ে দেব লতিকায়,
ঝরিয়ে দেব ঝর ঝর ঝর, গিরির পদতলে ॥

(রঞ্জনের পুনঃ প্রবেশ)

রঞ্জন। ওগো তোমরা কেগা ?

বালিকাগণ। ওরে বাবারে, এ কেরে ! (পলায়ন)

রঞ্জন। ভয় নাই, ভয় নাই—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব,

তোমরা এখানে একটী মানুষ দেখেছ ? ভয় নাই, বলে যাওনা—শুধু এই কথাটী বলে যাও। আরে মর শোন না—ওরে আমি পথিক, ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত পথিক। দূর বেটীরে !—যা চলে করলুম কি ! এতটা পথ গিয়ে আবার আমি ফিরে এলুম। কার জন্যে এলুম ? যার জন্যে সে যে নিষ্ঠুর, মিত্রদ্বেষী ! এই আমি যাতে না ফিরতে হয়, তার উপায় করলুম। এই পা চালালুম, এই ছুটলুম। (দ্রুত প্রস্থানোদ্যত)

(জয়ন্তীর প্রবেশ)

জয়ন্তী। দে রামা মানুষ দে।

রঞ্জন। ওরে বাবা, একি ! না না, এ যে একটা থপথপে বুড়ী।

জয়ন্তী। তুমি কি বাবা ক্ষুধার্ত্ত বলে চীৎকার করছিলে ?

রঞ্জন। করছিলুম, এখন থেমে গেছি।

জয়ন্তী। কেন ?

রঞ্জন। সে অনেক কথা। সে কথা শুনতে তোর পেরমাইয়ে কুলুলে হয়।

জয়ন্তী। ভাল, নাইবা শুনলুম, দে রামা মানুষ দে।

রঞ্জন। এ কি কথা বুড়ী ? এ কথা কেন বলছিস ?

জয়ন্তী। সে অনেক কথা। সে কথা শুনতে বার-দুইচার তোমাকে আবার না ফিরতে হয়।

রঞ্জন। ভাল, নাইবা শুনলুম।

জয়ন্তী। দে রামা মানুষ দে।

রঞ্জন। না বাবা, এতো বড় ভোগালে ! বেশ, আমি বলছি। আমার সখা অবন্তীদেশের যুবরাজ, মানুষের উপর বিরক্ত হয়ে

গৃহত্যাগ করে বনে এসেছে। আমি বরাবর তার সঙ্গে সঙ্গে এসেছি। কাল রাত্রে দুজনে একটা গাছের তলায় শুয়েছিলুম। আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, এমন সময় সখা আমাকে ফেলে পালিয়েছে।

জয়ন্তী। বেশত তুমিও পালাও, দেশে ফিরে যাও। সে পাগল, তার সঙ্গে তুমিও কি পাগল হবে? প্রাণে যার বৈরাগ্য নাই, তার গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসীর বেশে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানয় লাভ কি? যাও—দেশে ফিরে যাও। এই তোমার নবীন বয়স, গৃহধর্ম্ম করগে; লোকের, দেশের, নিজের, অনেক উপকার করতে পারবে।

রঞ্জন। থাম্ থাম্, উপদেশ রাখ্। এখন তুই ঘুরছিস কেন বল্।

জয়ন্তী। আমি একটী মানুষ খুঁজছি।

রঞ্জন। তোর সুমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে এটা কে, কি ঠাওরেছিস?

জয়ন্তী। মানুষ?

রঞ্জন। বিবেচনাটা কি হয়?

জয়ন্তী। তাহ'লে আমার সঙ্গে এস।

রঞ্জন। কেন?

জয়ন্তী। ঐ গাছের তলায় একটী ঘাসের বোঝা রয়েছে দেখছ? সেটীকে মাথায় করে আমার বাড়ী দিয়ে আসবে।

রঞ্জন। ও বাবা! তা কেমন করে পারব। তোর বাড়ী এখান থেকে কত দূর?

জয়ন্তী। একটু দূর বই কি!

রঞ্জন। ফাঁকা পথ, না জঙ্গুলে?

জয়ন্তী। মাঝামাঝি।

রঞ্জন। এবড়োখেবড়ো, না সোজা?

জয়ন্তী। সেটা লোক বুঝে।

রঞ্জন। দেখ্ তোর বোঝা আমি বইতে পারতেম; কিন্তু অনাহারে আর ঘুরে ঘুরে আমি এত দুর্ব্বল যে অত বড় বোঝাটা নিয়ে পাহাড়ের পথে চলতে সাহস হচ্ছেনা। তার উপর বুঝলি, সেই হতভাগা সখাটার জন্য আমার মনে সুখ নাই।

জয়ন্তী। ক্ষুধার্ত্ত? তাহ'লে আমার ঘরে চলনা কেন?

রঞ্জন। আচ্ছা শোন, তোর বোঝাটা একবার নেড়েচেড়ে দেখি।

জয়ন্তী। বেশ চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রস্রবণ।

প্রমোদ-কানন।

প্রমোদ। একি অত্যাচার বাবা! ভালবাসার একি অত্যাচার! জোর করে জ্বালাতন! আমি তোর কষ্ট দেখতে পারিনা, আমাকে দেখতেই হবে? তোরে পথশ্রমে কাতর দেখলে আমার মন কেমন করে, এ মন কেমন করতেই হবে! অনাহারে শুষ্কমুখ দেখলে আমার চোখ ফেটে জল আসে, এ জল আসতেই হবে! একি অত্যাচার বাবা! ভালবাসার একি অত্যাচার! কষ্ট দিতেই যদি ভালবাসার সৃষ্টি, তবে ভালবাসা তুই দূর হ— আমি কাউকেও ভালবাসতে চাইনা। যাক, এই ঝরণা থেকে

জল ধরে খাই। আঃ প্রাণ ঠাণ্ডা হল, কি তৃপ্তি! এই তৃপ্তি? মানুষের অন্নজল ত্যাগ করেই কি এই তৃপ্তি! তবে কি মানুষের সঙ্গ হতে চিরবিচ্ছিন্ন হতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেম? এই হিমালয় শৃঙ্গে, এই পার্ব্বতী প্রকৃতির কোলে চিরজীবনের জন্য বিশ্রাম পাব বলেই কি পরোপকার করতে শিখেছিলেম? আমার কি মানুষের মধ্যে স্থান নাই? মানুষ! মানুষ! কই মানুষ? বিদ্বান্ আছে, মূর্খ আছে, রাজা আছে, প্রজা আছে, গুরু আছে, শিষ্য আছে, মানুষ কই? সাধু আছে, চোর আছে, মিত্র আছে, শত্রু আছে, দাতা আছে, গ্রহীতা আছে, মানুষ কই? কত দেশহিতৈষী দেখলেম, কত সর্ব্বত্যাগী দেখলেম,—মানুষ দেখলেম না। বড় বড় নাম শুনলেম, ছুটে গেলেম,—মানুষ দেখলেম না। আপনার জন দেখতে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে রইলেম, দাদা দেখলেম, মামা দেখলেম, মানুষ দেখলেম না। দর্পণে নিজের মুখ দেখলেম, বানর দেখলেম, মানুষ দেখলেম না। সব শালা চোর—সব শালা ভাবের ঘরে চুরি করে বসে আছে, মানুষ নেই। কি বললি গিরিনির্ঝরিণী, মানুষ নেই? মানুষ নেই? না নেই। নির্ঝরিণী বলছে, প্রতি শৈলরন্ধ্রে একবাক্যে বলছে, নেই। তবে আর কেন মূর্খ সংসারের জন্য ইতস্ততঃ কর? চল, তোমায় এই যোগীরাজ ভূতেশ্বরের শ্বশুর, সকল মূর্খের চূড়ামণি হিমালয়ের রন্ধ্রে পাথর চাপা দিয়ে রেখে যাই। নারায়ণ! আমায় রক্ষা কর। আমার রাজ্যধন, আত্মীয়-স্বজন সব গেছে, কিছু নাই। দয়াময়! স্বজনশূন্য, আশ্রয়শূন্য, জীবনে মমতাশূন্য, আমায় আশ্রয় দাও, শান্তি দাও। তুমি ফেরাও ফিরবো, তুমি আবার মানুষকে ভালবাসতে দাও ভালবাসবো। নচেৎ এই পর্য্যন্ত।

জানামি ধর্ম্মং নচমে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং নচমে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

(নেপথ্যে গীত)

যখন মন নিছি তুলে।
তখন আর কে ধরে আঁখির ঠারে
উধাও যাই চলে॥

(চঞ্চল, চঞ্চলা ও বালিকাগণের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

ভাবছি মনে বনে বনে ফিরব উদাসে,—
ভুলেছি আপন বলা ঘুচেছে সকল জ্বালা
ফিরবনা দেশে।
চাইবনা আর কারো পানে, কথা তুলবনা কাণে
পরের প্রাণে প্রাণ ঢেলেদে ভাসবনা জলে॥

প্রমোদ। আরে মল! এ আবার কি আপদ জুটল! কে তোরা?

চঞ্চল। আমরা। তুমি কে?

প্রমোদ। আমি।

চঞ্চলা। তুমি কি গা?

প্রমোদ। আমর ন্যাকা ছুঁড়ী! মানুষ কি কখন দেখনি না কি?

চঞ্চল। ও বাবা! মানুষ!—মানুষ কি?

চঞ্চলা। মানুষ!—হাঁগা মানুষ কিগা!

প্রমোদ। আরে মল !—এরা বলে কি ?

চঞ্চল। মানুষ কি একরকম জন্তু ?

প্রমোদ। বা ! বা ! এও এক রহস্য মন্দ নয় ! এরা মানুষ কি তা জানেনা। মানুষ এক রকম জন্তু বটে,—কিন্তু বড় ভীষণ জন্তু। বাঘসিংহি দেখেছিস ?

চঞ্চল। কত—

চঞ্চলা। কত পুষেছি।

প্রমোদ। এ জন্তু বাঘ সিংহির চেয়েও ভয়ানক। বাঘ সিংহি পেটের জ্বালায়, আত্মরক্ষার জন্যে প্রাণীহিংসা করে—এ সর্ব্বনেশে জন্তু শুধু আমোদের জন্যই হাজার হাজার জীবজন্তুর প্রাণ নেয়।

চঞ্চল। ও বাবা ! বল কিগো !

চঞ্চলা। পোষ মানেনা ?

প্রমোদ। কিছুতেই নয়। আদরের সমস্ত সূত্র দিয়ে রজ্জু প্রস্তুত করলেও বাঁধা থাকেনা, হৃদয়ের সমস্ত শোণিত দিয়ে তর্পণ করলেও আপনার হয়না।

চঞ্চল। ও বাবা !

চঞ্চলা। তাহ'লে তারা আপনাআপনির ভিতর থাকে কেমন করে ?

প্রমোদ। সেইটেই সমস্যার কথা।

চঞ্চল। ও বাবা ! এমন জন্তুও থাকে।

প্রমোদ। আর থাকে, রয়েছেত ! যে বেটা এই জন্তু গড়েছিল, মাঝে মাঝে মায়ার খাতিরে দেখতে আসে। দুচার দিন থাকে—আর ভাব গতিক দেখে পালিয়ে যায়। কতবার এলো, কত বার গেল—তবু এ বেটার জাতের কিছু হ'লনা। মারামারি

কাটাকাটি সর্ব্বনাশ অত্যাচার যতই বাড়ছে, ততই বেটার জাত বলে আমরা উঁচু হচ্ছি।

চঞ্চল। ভাল বুঝতে পারছিনা।

প্রমোদ। না পারিস দূর হ'।

চঞ্চলা। হাঁগা, আমাকে ঐ মাঝের ঝরণা থেকে একটু জল ধরে দেবে?

১ম বা। হাঁ হাঁ ঠিক কথা, দেবে গা?

২য় বা। আমাকে দেবে?

প্রমোদ। বল কি, বুড়ো বুড়ো মেয়ে পাহাড়ে উঠতে পেরেছ, আর জল ধরতে পার না।

চঞ্চল। নাগো! ওখানটা যেতে ভয় করে।

প্রমোদ। কি জ্বালা! এযে বিষম ফাঁফরে ফেললে! দেখ আজ আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, কারও কিছু উপকার করব না। আজকে যে যেমন পারিস খেয়ে যা, কাল তোদের ঐ জল ধরে দেব।

চঞ্চল। দেবে? কাল দেবে?

সকলে। আমাদের দেবে?

প্রমোদ। কাল সবাইকেই দেব। আজ প্রতিজ্ঞা করেছি, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবনা।

চঞ্চল। উপকারই করবে না প্রতিজ্ঞা করেছ, একটু জল দিতে দোষ কি? তাতে কি আর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে।

প্রমোদ। আজ দেবনা বল্লুম, যানা, কাল আসিস। প্রতিজ্ঞা কারে বলে বুঝিস কি?

চঞ্চল। আর বুঝে কাজ নেই। চল ভাই, চলে যাই।

(বালিকাগণ প্রস্থানোদ্যত)

প্রমোদ। দূর ছাই হ'লনা, কাল যদি মরেই যাই। কে আর আমার প্রতিজ্ঞা শুনতে গেছে? আর শুনলেই বা, তাতেই বা কি? ডাকি—না থাক্—না, ডাকতেই হ'ল। ভাববার সময় কই—চলে যায় যে! বলি ওরে মেয়েগুলো?

চঞ্চল। কি?

প্রমোদ। আয় খাবি আয়, কিন্তু জল খেয়ে সুড় সুড় করে চলে যেতে হবে। আর যদি দোসরা ফরমাস কর, তাহলে তোমাদেরই একদিন কি আমারই একদিন।

চঞ্চল। ভয় দেখাচ্ছ কেন? নাই বা খেলুম।

প্রমোদ। খাবিনা কি? খেতেই হবে, বললি কেন? না খেলে ছেড়ে দেবে কে? (প্রথমের হস্ত ধারণ)

চঞ্চল। তাহ'লে আমি কাঁদব।

প্রমোদ। কাঁদবি কি? (হস্ত ছাড়িয়া) ও বাবা কাঁদবি কি। মাপ চাচ্ছি ভাই, ঘাট মানছি ভাই, খা ভাই। কাল যদি ভাই মরে যাই?

চঞ্চলা। বলছে যখন, আজ খা ভাই। কাল আমি আসতে পারবনা ভাই।

প্রমোদ। হাঁ ভাই, খা ভাই। আমার ঘাট হয়েছে এই আমি নাক কাণ মলছি।

১ম বা। তবে আন। (প্রমোদকুমারের জল আনিয়া প্রদান)

সকলে। তোমার জয় জয়কার হ'ক—শান্তিলাভ হ'ক।

[প্রস্থান।

প্রমোদ। প্রতিজ্ঞা করাটা বড় অন্যায় হয়েছে। বন্য বালিকা ওরা—সংসারের কিছুই জানেনা। মানুষের উপর রাগ

করে ওদের জল দানে বিমুখ হচ্ছিলেম। এবার থেকে আর প্রতিজ্ঞা করব না। তবে মনে মনে সঙ্কল্প রইল, আর কারও কিছু করব না। তা যা হ'ক, এরা ত জলদান উপকারের মধ্যেই গণ্য করলে না। দান ধ্যান মানুষের একটা সহজাত গুণ, কই আমার ত তা মনে হয় না। আমার মন কলুষিত তাই কি এত দুঃখ? এই সব মনঃপীড়া কারও দোষে নয়, আমার নিজের দোষে। ঐ আবার একটা বুড়ী আসছে। ভাবে বোধ হয় কোন না কোন সাহায্য প্রত্যাশা। না বাবা বুড়ী—তোমার বেলায় সেটী হচ্ছে না। তুমি সংসারের সব জান। অনেক ছল চাতুরী দেখেছ, অনেক ছল চাতুরী করে তবে পাকা ঝিঁকুটটী হয়েছ। তোমার কাছে বোকা হচ্ছিনা, তোমার কিছু করছিনা। বাবা পাথর! আমায় একটু আড়াল করত; বেটী হন হন করে আসছে, পালানটা বড় সুবিধে হচ্ছেনা। (গুপ্তভাবে অবস্থান)

(জয়ন্তীর প্রবেশ)

জয়ন্তী। পালাবে কোথায় ধন!—এই দেখনা তোমায় ঠেলে বার করি।—দে রামা একটা মানুষ দে, দে রামা একটা মানুষ দে।

[প্রস্থান।

প্রমোদ। একি বাবা! এযে সমস্যার নতুন ফেঁকড়া। এ মাগী! বলি ওরে মাগী! ওগো বাছা! ওগো ভাল মানুষের মেয়ে! আমর বেটী হন হন করে গোঁভরে চল্লো যে। মানুষ দে!—রামা মানুষ দে!—মানুষও আবার কেউ কখন চায়! না বাবা, এর মানে না বুঝতে পারলেত ঝরণার জল হজম হচ্চে না।—যেতে হচ্ছে। ওরে বুড়ী! শোননা, শোননা।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

উদ্যান।

তৃণাসনে নিদ্রিতা মুক্তি, চঞ্চলের প্রবেশ।

চঞ্চল। এই মুক্তি, মুক্তি!—ওরে মুক্তি!

মুক্তি। উঁঃ—

চঞ্চল। ওঠ্—ওঠ্—

মুক্তি। হুঁ—

চঞ্চল। ওঠ্—ওঠ্—ভারি বিপদ!

মুক্তি। (উঠিয়া) সেকি!

চঞ্চল। চোখ মোছ, চোখ মোছ, দাঁড়া, দাঁড়া, মায়ের আজ বড়ই বিপদ।

মুক্তি। সে কি—মায়ের বিপদ!

চঞ্চল। মহা!

মুক্তি। বলিস কি?

চঞ্চল। দারুণ! তোকে বে করতে হবে।

মুক্তি। বে করতে হবে!

চঞ্চল। আর দেরি করিসনি! নে মুখে চোখে জল দে। ওঠ্—ওঠ্।

মুক্তি। আমার গা মাটি মাটি করছে। (পুনঃ শয়ন)

চঞ্চল। আরে মল! আবার শুলি যে!

মুক্তি। বে করতে হবে কি?

চঞ্চল। আরে গেল, তামাসা কচ্ছি নাকি!

মুক্তি। বে করতে হবে!

চঞ্চল। এখনি—নে ওঠ্।

মুক্তি। এখন আমার সময় নেই। (পুনঃ শয়ন)

চঞ্চল। কথাটা গ্রাহ্য হচ্ছে না বুঝি! তাহ'লে টেনে তুলব বলছি।

মুক্তি। (উঠিয়া) কি আপদ! আমি ঘুমুচ্ছি—তুই আমাকে জ্বালাতন করতে এলি কেন বল দেখি। আমি বে করব না—

(জয়ন্তীর প্রবেশ)

দেখদেখি মা—আমি ঘুমুচ্ছি—ও কোথা থেকে আমাকে জ্বালাতন করতে এল। সকাল বেলা—মুখ ধুইনি—চোখ মুছিনি—ঘুম ভাঙেনি—বলে "ওঠ্—বে কর্"।

জয়ন্তী। হাঁ মা! বে করতে হবে। চঞ্চল যেখানে যেতে বলবে সেইখানে যা—যা করতে বলবে তাই কর্—

[প্রস্থান।

মুক্তি। তাহ'লে ওঠ্—কোথায় যেতে হবে শীগ্‌গির চল্—আমার আর দেরি সয়না।

চঞ্চল। কোথাও যেতে হবেনা—এইখানেই থাক্—হৃদয়-সিংহাসন পেতে রাখ। যে পথিককে এখানে আসতে দেখবি—সে বড় পথশ্রমে ক্লান্ত—

মুক্তি। বেশ—ঠাণ্ডা মূর্ত্তিতে আসে, হাতে ধরে সিংহাসনে বসাব—আর তেণ্ডাই মেণ্ডাই করে ত সিংহাসন চাপা দেব।

চঞ্চল। তা যা খুসী করিস্—কিন্তু বে করতেই হবে।

মুক্তি। এত কম বিপদ নয়! কোথাকার কে, কখন দেখলুম না, লোক কেমন বুঝলুম না, তাকে একেবারে বে করতে হবে!

(গীত)

ছিলাম আপন নিয়ে।
গগনপানে চেয়ে চেয়ে ভুল-শয়নে শুয়ে॥
তারকার সঙ্গে মিশে, রঙ্গে গেছি উধাও ভেসে,
শূন্য প্রাণে শূন্য পরাণ দিয়ে।
নীল গগনে সোণার হাসি, ভেবেছি ধরব শশী,
সকাল হল ঘুম ভাঙিল, শুনি ওঠ ছুঁড়ী তোর বিয়ে॥

আর ভেবে কি হবে, মায়ের আদেশ। কইগো, পথিক ঠাকুর! কোথায় তুমি? ঐ কি পথিক? পথিক! সুন্দর পথিক! এ সুন্দর কি পথিক হয়? সমস্ত সংসারে সে যে গৃহবাসী। এ সুন্দরের দাসীর অভাব কি? (অন্তরালে গমন)

(রঞ্জনের প্রবেশ)

রঞ্জন। কই কে কথা কইলে!—কিসের শব্দ হ'ল।—কে নিঃশ্বাস ফেললে? সখা তুমি? না, এখানে সখা কোথায়? এ যে আমার অন্তরের কথার প্রতিধ্বনি। এযে আমার দীর্ঘনিঃশ্বাসে প্রকৃতির প্রতিনিঃশ্বাস। আমার দুঃখে প্রকৃতির প্রাণ কেঁদে উঠল, আর সে হতভাগার প্রাণে একটুও আঘাত লাগলনা! দুর ছাই আর তার নামও ..ম আনব না।—বলছিত পারছি কই! তার জন্য ক্রমে ক্রমে যে আমার ্রাণ ভেঙে এল—হাত পা অবশ হতে চল্লো। ভাই প্রমোদ! দেখা দে, আমায় রক্ষা কর। এক..ও তোর অদর্শনে যদি এই পরিণাম, এই হ..াগা জীবনে এখনও যে আমায় বহুদণ্ড অতিক্রম করতে হবে। শেষে কি ..াগল হব। ভাই প্রমোদ! দয়া করে দেখা দে। না, আর কোথায়

তার সন্ধান পাব? তবে আর কেন—আর এ অসার জীবনে ফল কি? নারায়ণ! এ ভবযন্ত্রণা থেকে আমায় মুক্তি দাও।

(মুক্তির প্রবেশ)

মুক্তি। প্রভু আমায় কি ডাকছিলেন? (প্রণাম করণ)

রঞ্জন। একি! একি সুন্দর মূর্ত্তি!

মুক্তি। প্রভু দাসীকে কি স্মরণ করেছিলেন?

রঞ্জন। প্রমোদ! প্রমোদ, সখা!—এইবারেই বুঝি তোমার অনুসন্ধানের শেষ। (উপবেশন)

মুক্তি। প্রভু দাসীকে এতদিন ফেলে কোথায় ছিলেন?

রঞ্জন। আজ্ঞে মাতৃগর্ভে—আপনার বিরহে কাতর হয়ে এতকাল সেই স্থানেই আশ্রয় নিয়েছিলেম।

মুক্তি। আপনাকে কত খুঁজেছি—কত ডেকেছি।

রঞ্জন। আজ্ঞে শুনব কোথা থেকে—সেখানে চোখকাণ বুজে পড়েছিলুম। তারপর প্রমোদিনী! তুমি কে? প্রমোদকে খুঁজতে কোথা থেকে প্রমোদিনী বেরিয়ে পড়লে!

মুক্তি। আমি আপনার দাসী।

রঞ্জন। তাত বুঝেছি, কিন্তু নিবাস?

মুক্তি। আপনার চরণতল।

রঞ্জন। সাক্ষী?

মুক্তি। সাক্ষী—নিজের মন।

রঞ্জন। আমি আমার মনকে বিশ্বাস করিনা। আমার মন বলছে তোমার সখা অতি ভদ্র, কিন্তু আমি দেখছি সে অতি নরাধম।

মুক্তি। তাহ'লে মনটা আমায় দিয়ে দিন, আমি তারে ঠিক করে নেব।

রঞ্জন। তাহ'লে আমার সখাকে আর খুঁজতে দিচ্ছনা?

মুক্তি। আর কিছুক্ষণ খুঁজলে আপনার জীবন থাকবে না। আপনি ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত; সখা থাকে, দেহে বল সঞ্চার করে অনুসন্ধান করুন।

রঞ্জন। অনুসন্ধান!—তোমায় দেখেইত হাত পা অসাড়। তারপর দেখতে দেখতে যখন হাত পা গুটিয়ে পেটের ভেতর ঢুকবে, তখন?

মুক্তি। তখন আপনাকে পাহাড়ের উপর থেকে গড়িয়ে দেব, মন প্রাণ সব সখার উদ্দেশে ছেড়ে দেবেন।

রঞ্জন। আরে আরে মধুভাষিণী শুভাকাঙ্ক্ষিণী দাসীরূপিণী মনোমোহিনী মাগী! এতকাল কোন্ চুলোয় ছিলি? একটু আগে আসতে পারলে যে সখাকে শুদ্ধ গ্রাস করতে পারতিস।

মুক্তি। আরে আরে মধুভাষী সদা-উদাসী চিরপ্রবাসী মিনসে! আমি কি দ্বিচারিণী?—নাও, আর সময় নষ্ট করনা, চল।

রঞ্জন। তাহ'লে সত্য সত্যই এইখান থেকেই আমার লীলা সাঙ্গ হ'ল?

মুক্তি। হ'ল বইকি। নাও আর দেরি করনা, চল।

রঞ্জন। এখন নয় এখন নয়। আগে ঘাড়ের বোঝাটা ফেলে আসি। একবুড়ীর বোঝা আমি মাথায় করেছি।—ঐ! আমার মাথার বোঝা কোথা গেল!

মুক্তি। যখন বোঝা ছিলুম, তখন অম্লান বদনে মাথায় করে-

ছিলে, আর যেই মূর্ত্তি ধরলুম অমনি ফেলে দিচ্ছ। ছি ছি! তুমি কি রকম মানুষ?

রঞ্জন। সত্যি সত্যি, মাথার বোঝা কি হ'ল! অন্য মনে কি ফেলে দিলুম! বোঝা কি হ'ল! ওরে পাষণ্ড নরাধম সখা! তোর জন্য আমার মনুষ্যত্বও কি লোপ পেলে!

মুক্তি। ভাবতে লাগলে কেন—আত্মহত্যা করতে বসলে কেন? অনাহারে তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।

রঞ্জন। আরে মর, আমি যে একটা বোঝা মাথায় করেছিলুম।

মুক্তি। আরে গেল, আমি যে তাই থেকে গজিয়ে উঠলুম।

রঞ্জন। আচ্ছা চল—একটু জল খেয়ে আসি। তারপর—আরে মর, কাজটা যে অন্যায় হচ্ছে।

মুক্তি। আরে গেল—তুমি যে ধুতরো ফুল দেখছ।

রঞ্জন। না, আমার সর্ব্বনাশ করলে।

মুক্তি। তবে থাক—আমি আর দাঁড়াতে পারি না। ওঠত শীগ্‌গির ওঠ।

রঞ্জন। এযে ভারী অন্যায় কথা। দেখ ভাই, তুমি দাসী হয়ে আপনাকে পেশ করলে, আর দুটো চারটে কথা কয়েই মনিব হয়ে হুকুম চালাতে সুরু করলে?

মুক্তি। তবে কি করতে বল।

রঞ্জন। প্রথম দর্শনে এতটা করা দেখতে শুনতে খারাপ, বুঝলে?

মুক্তি। প্রথম দর্শনে এতটা যদি না হয়, তাহ'লে আর কখন হ'লনা, বুঝলে?

রঞ্জন। এত জোর কিসে! তোমার কাছে আমার সখা আছে?

মুক্তি। সখা ধরবার ফাঁদ আছে।—নাও চল—তোমার লজ্জা করছে বুঝতে পারছি।

রঞ্জন। ভারী লজ্জা করছে। ও ভাই নাম-জানিনা! আমি যে লজ্জায় কথা কইতে পারছিনা।

মুক্তি। তবে এস তোমার হাত ধরে নিয়ে যাই।

রঞ্জন। ওগো! আমার কি হ'লগো! কে কোথায় আছ দেখনা—আমি যে সুড় সুড় করে চলতে আরম্ভ করলুম।

মুক্তি। সংসার ত্যাগ করে হিমালয়ে যোগ শিখতে এসেছ না?

রঞ্জন। এসেছিলুমত—কিন্তু এযে ভগ্নাংশ লঘুকরণ, চক্রবৃদ্ধি পর্য্যন্ত হয়ে গেল। ওগো! কে কোথায় আছ, আমায় ধরে রাখনা গো!—ওগো, আমার মতন যে অনেক জানোয়ার আছে, তবে আমায় বেছে বেছে ধরলে কেন?

(মুক্তির গীত)

আমার মনটী করিয়া চুরি, আমার প্রাণটী করিয়া চুরি,
এই আসি বলে, গিয়েছিলে চলে,
এতদিনে এলে ফিরি গো—এতদিনে এলে ফিরি।
কত নিশি গেছে কত দিন, কত সকাল সন্ধ্যা বেলি,
কত বারমাস কত যুগযুগান্তর অতীতে পড়েছে ঢলি;
কত মরু গেছে কত সাগরে, কত সাগরে শুকাল বারি,
কত নদী গেছে পথ ভুলি গো, গলে গেছে কত গিরি।
সারা জীবনের সাধে রচেছি ডোর,
কোথা যাবে মোর সকল-চোর?
ধরেছি যখন, বেঁধেছি তখন
আরকি ছাড়িতে পারি গো—আর কি ছাড়িতে পারি।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

বন-পথ।

তৃণভার লইয়া চঞ্চল ও চঞ্চলার প্রবেশ ও পথপার্শ্বে ভার রক্ষা।

চঞ্চল। কিরে পাগলি ! তোর নাগর কতদূর এলো ?

চঞ্চলা। সে খবরে তোর দরকার কি ?

চঞ্চল। এখনও বল—সঙ্গ নিই।

চঞ্চলা। তুই যা করছিস, তাই কর। নিজের চরকায় তেল দে।

চঞ্চল। আমি চরকা গোমুখীর জলে ফেলে দিয়েছি।

চঞ্চলা। বলিস কি ?

চঞ্চল। চরকা ফেলে লাঠি ধরেছি—

চঞ্চলা। বলিস্ কি ?

চঞ্চল। (মুখ বিকৃত করিয়া) বলিস কি ? তাইত বলছি—আবার কতবার বলব ? এখন লাঠি নিয়ে তাড়া দিলেও নড়েনা, মুক্তির পাছু পাছু ঘুরছে।

চঞ্চলা। বলিস কি ?

চঞ্চল। না, পাগলী ক্ষেপে গেছে। এখন তোর কত দূর ?

চঞ্চলা। (হাস্য)

চঞ্চল। আরে মর্—

চঞ্চলা। (হাস্য)

চঞ্চল। ম্যাঃ—এযে ভাবিয়ে তুললে—

চঞ্চলা। (হাস্য)

চঞ্চল। ম্যা—ম্যা—এযে কাহিল করলে—

চঞ্চলা। আমার—(হাস্য) হৃষীকেশ! বলে হৃষীকেশ! ায়ের হৃষীকেশ! তোমার হুকুমে আমি চলা ফেরা করছি।

চঞ্চল। বলিস্ কি, আমার হৃষীকেশ যে হেঁকচপেঁকচ করে ়ছে।

চঞ্চলা। আর আমার হৃষীকেশ কেবল আমাকে হাসিয়ে লছে! (হাস্য) বলে হৃষীকেশ, কর্ম্মসূত্রের পাকে পাকে ছট-ট করছে, যেতেও পারছেনা—দাঁড়াতেও পারছেনা, আর কথায় ়থায় বলছে হৃষীকেশ!

চঞ্চল। চুপ, চুপ—হৃষীকেশের দল আসছে।

চঞ্চলা। বলিস কি! তাহ'লে আমার হৃষীকেশ চল্লো—

চঞ্চল। আর আমার হৃষীকেশ—পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটল!

(জয়ন্তীর প্রবেশ)

জয়ন্তী। কোথায় রাখলি?

চঞ্চল। ঐ—

[চঞ্চল ও চঞ্চলার প্রস্থান।

(পথিকদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম প। কি ভ্রম, কি ভ্রম!—মানুষের কি ভ্রম! মন পবিত্র হ'লনা, সেই একমেবাদ্বিতীয়ং নিরাকার প্রেমময়ের চরণে মতি হ'লনা, চিত্তের স্বাধীনতা নাই, সাম্য মৈত্রী ভাব নাই—শুধু পার্থিব তীর্থদর্শনে আত্মার উদ্ধার হবে? কি ভ্রম, কি ভ্রম!

২য় প। এ আমাদের পোড়া দেশের লোক বুঝলেনা!

১ম প। এই যে সুন্দর হিমালয় সুন্দর তরুলতা মাথায় ়লয়ে করুণাময় পরমেশ্বরের অনন্ত প্রেমের সাক্ষ্য দিচ্ছে, দয়াময়ের

অপার মহিমায় ঐযে পর্ব্বতশৃঙ্গ চিরতুষারাচ্ছন্ন রয়েছে, এই সব দেখ, ভগবৎপ্রেমে প্রাণ পূরে যাবে।

২য় প। এ আমাদের পোড়া দেশের লোক বুঝলে না!

১ম প। ঐ সকল বৃক্ষ থেকে ফল পেড়ে খাও, প্রাণে ভক্তি আসবে! ঐ সব ফুল নিয়ে নাকে ধর, ভাবের লহর উঠবে। লগুড়াঘাতে ঐ তুষার ভঙ্গ ক'রে গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে নিয়ে গিয়ে একটু গালে, একটু মাথায় দাও, হৃদয়ে প্রেমের জমাট বেঁধে যাবে।

২য় প। এ আমাদের পোড়া দেশের লোক বুঝলেনা!

১ম প। প্রেমময়কে স্মরণ করতে হলে আগে তাঁর করুণা বোঝা চাই, পুষ্টিকর আহারে ক্ষুধার দমন চাই, সুমিষ্ট পানীয়ে তৃষ্ণার দূরীকরণ চাই, মনের মত বিহার চাই। এই সকল কাজ ভক্তি সহকারে করতে পারলেই ঈশ্বর-জ্ঞান আপনি আসে, নতুবা ঈশ্বর-জ্ঞানের কি আর হাত পা আছে?

২য় প। এ আমাদের পোড়া দেশের লোক বুঝলেনা!

১ম প। আর ভাই ভগ্নী সকলে মিলে রসালাপে, উত্তপ্ত বক্তৃতায়, সুশীতল গানে আত্মার ধৌতি চাই; তা না করে তীর্থ নামে পাপের আগার গুলোতে, একটা সসীম প্রস্তর খণ্ডে সেই অনন্ত অসীম প্রেমময় নির্ণয় করে অর্থের অপব্যয়ে কি উদ্ধার আছে বুঝেছ?

২য় প। এ আমাদের পোড়া দেশের লোক বুঝলেনা!

১ম প। একটা ক্ষুধার্ত্ত দরিদ্রকে একমুষ্টি অন্ন দেবার যা ফল একটা পতিত দুর্ব্বলকে হাত ধরে তুলে দেবার যা ফল, একটা ভার-প্রপীড়িতের ভার ধারণে যে ফল ভারতের সমস্ত তীর্থে

সমস্ত মাটি গুলোর গায় শতবৎসর ধরে অর্থ ঢাললেও তার শতাংশের একাংশও ফল পাওয়া যায়না। শান্তি চাও, মানুষ হও,—সর্ব্বভূতে দয়া কর, চিত্ত শুদ্ধ কর, অভিমান গর্ব্ব ত্যাগ কর—ঈশ্বরের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন কর।

২য় প। এ আমাদের পোড়া দেশের লোক বুঝলেনা! আপনি মহাপুরুষ!

১ম প। হাঃ হাঃ—আমি দীন, অতি দীন, অতি দীনের অত্যন্ত দীন। ঐযে একটী দীনা হীনা গলিত বসনা, পলিত কেশা, গলিত বেশা বৃদ্ধাকে দেখছ, আমি ও হতেও দীন। ওর ভৃত্য থাকলে তা হতেও দীন—ওর ভৃত্যের ভৃত্যের ভৃত্যের দীন—বর্গ দীন, ঘন দীন।

জয়ন্তী। দে রামা, একটা মানুষ দে।

২য় প। ওগো বাছা, মানুষ চাচ্চিস্?

জয়ন্তী। হাঁ বাছা!—

২য় প। মানুষ চাসত এঁকে নে। এমন মানুষ আর পাবিনা।

১ম প। চলহে ভাই, বেলা গেল, ব্রহ্মোপাসনার সময় হ'ল।

২য় প। বুড়ী কি বলে একবার শুনুন না।

১ম প। ও আর কি মাথামুণ্ডু বলবে, ভিক্ষে চায়। ভিক্ষা আমি দিতে পারিনা। ভিক্ষা, ভিক্ষা, ভিক্ষা—আমাদের হতভাগ্য ভারত যে অবধি ভিক্ষা শিখেছে, সেই অবধি দারিদ্র্যের খরস্রোতে সাঁ সাঁ করে ভেসে যাচ্ছে। ভিক্ষায় অলসতার বৃদ্ধি, অলসতায় মহাপাপ—আমি পাপের প্রশ্রয় দিতে পারি না।

জয়ন্তী। ভিক্ষে নয় বাবা, ঘাস।

১ম প। ঘাস কি?

জয়ন্তী। এই বাবা গোরুর জন্যে ঘাস কেটে বোঝা বেঁধেছি— বুড়ো মানুষ, তুলতে পারছিনা।

১ম প। তা আমরা কি করব ?

জয়ন্তী। তুলে আমার বাড়ীতে দিয়ে আসবে।

২য় প। যাই—আমার আবার রেঁধেবেড়ে খাবার বন্দোবস্ত দেখতে হবে।

জয়ন্তী। না বাবা, আমার একটা উপায় করে যাও।

২য় প। এই বাবুকে ধর, বাবু বড় দয়ালু; আমরা গরীব মানুষ, নিজের বোঝাই বইতে পারিনা, আবার পরের বোঝা !

১ম প। আচ্ছা একটু অপেক্ষা কর আমি আমার চাকরকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

জয়ন্তী। ও বাবা, দেরি সইবে না বাবা !

১ম প। তবে কি আমি তুলব ?

জয়ন্তী। দয়া করে বাবা !

১ম প। কি বল্লি, আমি তোর বোঝা বইব ! একথা বলতে তোর সাহস হ'ল ?

২য় প। কেন আপনিত বল্লেন আমি অতি দীন।

১ম প। মুখে বল্লুম বলে কি যথার্থই আমি দীন ? ও বেটীর মত দু'দশটা চাকরাণী আমার বাড়ীতে, আমি দীন ! খানসামা, চাকর চাকরাণী, বাপ মা, আমার বাড়ীতে গিসগিস করছে আমি দীন ! ওর বাপ, না হ'ক ওর ঠাকুরদাদা, নাহ'ক ওর চৌদ্দপুরুষের যে কেউ একজন, আমার বাড়ী হয় চাকরী, না হয় উমেদারী, না হয় ভিক্ষে কিছু না কিছু একটা করেছেই করেছে, আমি দীন !

জয়ন্তী। পারবে না বাবা ?

১ম প। প্রেমময়কে ভুলতে হয় সেও স্বীকার, তবু তোর কিছু করব না।

জয়ন্তী। দে রামা, একটা মানুষ দে। (বিকট মুখভঙ্গী)

২য় প। ওরে বাবারে!

১ম প। কি হ'ল কি হ'ল?

২য় প। এর গালের ভেতরে একটা মানুষ!

১ম প। সেকি! অসম্ভব—অসম্ভব—কোন কেতাবে ত এ রকমটা লিখছে না।

২য় প। আর লিখছে না। আমি স্বচক্ষে দেখলেম—এক গাদা চুল শুদ্ধ এত বড় এত বড় দাঁত শুদ্ধ এত বড় মাথা!

জয়ন্তী। দে রামা, একটা মানুষ দে।

২য় প। ওরে বাবারে খেলেরে!—জয় রাম!

[প্রস্থান।

১ম প। দেখ ভদ্রে, আমি তোমায় রহস্য করছিলেম।

জয়ন্তী। দে রামা, মানুষ দে।

১ম প। ওরে বাবারে কি করলেমরে—আমার উপর যে ভারতের অনেক আশা আছেরে!

জয়ন্তী। দে রামা, মানুষ দে।

১ম প। ও বাবা আবার ব্রহ্মাণ্ড দেখায় যে! জয় রাম!

[প্রস্থান।

(তৃতীয় ও চতুর্থ পথিকের প্রবেশ)

৩য় প। শান্ত, দাস্য, মধুর—এই তিন ভাব নিয়ে বৈষ্ণব। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গ! চিনি যদি না খেতে পেলুম, তাহ'লে আর

মজাটা কি? চিনি হয়ে লাভ কি? মধুর ভাব যার নাই সেকি মানুষ! শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গ!

৪র্থ প। আচ্ছা আমার কি ভাব আছে?

৩য় প। খুব শান্ত ভাবের লক্ষণ আছে। দিন কতক বৈষ্ণব সেবা করলেই দাস্য ভাব আসবে। আর গৌরাঙ্গের কৃপা হ'লেই দাস্য ভাবটা পেকে মধুর ভাবে এসে দাঁড়াবে। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গ!

৪র্থ প। আচ্ছা, এই স্ত্রীলোকটীর মধুর ভাব আছে?

৩য় প। না পরীক্ষা করলে বলব কি করে?—এই এঁর কথা বলছ? এত বুড়ীতে মধুর ভাব থাকবার কথা প্রভু ত বলছেন না।

জয়ন্তী। দে রামা, মানুষ দে।

৩য় প। কিগো বাছা মানুষ খুঁজছিস?

জয়ন্তী। হাঁ বাছা।

৪র্থ প। মানুষে কি হবে?

জয়ন্তী। মানুষে আমার বিশেষ প্রয়োজন।

৩য় প। মানুষে কার না প্রয়োজন? কিন্তু বাছা মানুষ মেলা যে বড়ই দুর্ঘট। শ্রীগৌরাঙ্গ!

জয়ন্তী। তাইত দেখছি।

৩য় প। আপনার আছে কে?

জয়ন্তী। কি বলব?

৩য় প। বাবাজী?

জয়ন্তী। নেই।

৩য় প। তিনি দেহ রক্ষা করেছেন? করেছেন ভালই

করেছেন। যত শীঘ্র গৌরের চরণে আশ্রয় নেওয়া যায় ততই মঙ্গল। শ্রীগৌরাঙ্গ!—মায়ের মেয়েটেয়ে কিছু আছে?

জয়ন্তী। একটী মেয়ে আছে।

৩য় প। তা হ'লেত বিলক্ষণই মধুররস আছে! শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গ!

(গীত)

যে দেশে গিয়েছে গৌর সেই দেশেতে যাবরে।
সোণার গৌরাঙ্গ আমার কোথায় গেলে পাবরে॥
মলেম গৌর অনুরাগে, দংশিল গৌরাঙ্গ-নাগে,
বিষে অঙ্গ জরজর কখন ঢলে পড়িরে॥

তা হ'লে মাইজীর আখড়াটা কোথায়? শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গ!

জয়ন্তী। আখড়া আর কোথায় পাব বাবা!

৩য় প। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু মনে করলে একদিনেই হবে।

জয়ন্তী। তা হ'লে আমার ঘাসের বোঝাটা ঘাড়ে ন্যাও।

৩য় প। হাঃ হাঃ শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গ! ঘাস আর নিতে হবে না মাইজী, তোর এই ছেলের হরিনামের গুণে তোর আখড়া হ'তেই ঘাস আপনা আপনি গজিয়ে উঠবে।

(গীত)

হরিনামের গুণে গহন বনে শুষ্ক তরু মুঞ্জরে
বল মাধাই মধুর স্বরে।
হরিনামের তুল্য অমূল্য ধন কি আর আছে সংসারে॥

জয়ন্তী। (বিকট স্বরে) দে রামা, মানুষ দে।

৩য় ও ৪র্থ প। ওরে বাবারে! একি!

জয়ন্তী। দে রামা, মানুষ দে।

৪র্থ প। ওরে বাবারে খেলেরে।

৩য় প। পুতনে পুতনে! আমি, রক্ষা কর গৌরচন্দ্র।

(৩য় ও ৪র্থের পলায়ন ও জয়ন্তীর অনুসরণ)

(পঞ্চম পথিকের সহিত জয়ন্তীর পুনঃপ্রবেশ)

জয়ন্তী। দে রামা, মানুষ দে?

৫ম প। দোহাই মা গন্ধেশ্বরী, আমি মানুষ নই—গোরু। পাঁচ ইয়ারে আমায় ছিঁড়ে খায়। পৈতৃক-বিষয়রূপ ভাগাড়ে যখন পড়ে থাকি, তখন কত শিয়াল কুকুরে যে আমাকে উচ্ছিষ্ট করে তার সংখ্যা নেই। এখন আমি সর্ব্বস্ব খুইয়ে মরে গোভূত হয়ে বেড়াচ্ছি। হিঁদুর দেবতা মা, আমার উপর লোভ কোরনা।

জয়ন্তী। দে রামা, মানুষ দে।

৫ম প। হাম্বা, হাম্বা! (পলায়ন ও জয়ন্তীর অনুসরণ)

পঞ্চম দৃশ্য।

কানন-প্রান্ত।

চঞ্চল ও চঞ্চলা।

চঞ্চল। দেখ্‌লি—তুই এতক্ষণ ধরে কেবল ভেরাণ্ডা ভাজলি, আমি আমার নাগরকে নাকে দড়ী দিয়ে ঘোরপাক খাইয়ে একটু পায়চারী করতে এলেম।

চঞ্চলা। তোর ভারি ক্ষমতা!

চঞ্চল। তা হ'লে এতক্ষণে বুঝতে পেরেছিস?

চঞ্চলা। সে আর বোঝবার দরকার করেনা।

চঞ্চল। শোন, যখন দেখবি রাজকুমার তোর সূত্র ছেঁড়ে-ছেঁড়ে হ'ল—তখন আমায় স্মরণ করিস, আমি ঐ ঝরণার পাশে বসে একটু খাবি খাইগে।

চঞ্চলা। আমার আকর্ষণ তুই কি বুঝবি পাগল! যে আমায় সৃজন করেছে, সেও মর্ত্ত্যে এসে আমার ভয়ে অস্থির হয়।

চঞ্চল। বলিস কি—আমার যে কাঁপুনি এল।

চঞ্চলা। আসবে না—তুইত একটা চোখের পালটের ওয়াস্তা।

চঞ্চল। থুড়ী, হাসি হাসি—

চঞ্চলা। দেখ্ আমায় রাগাসনি, মারা যাবি।

চঞ্চল। দেখ্ আমায় হাসাসনি, পেটে খিল ধরবে।

চঞ্চলা। তুই ক্ষুদ্র প্রাণী, সংসারে তোর কেউ নেই ব'লে দয়া করে তোরে ছায়ায় ছায়ায় রেখেছি।

চঞ্চল। আর ব্রহ্মাণ্ড পেটে পূরে নাকি মুখোমুখি—মুখশুদ্ধি করবার জায়গা নেই, তাই শুধু মনটীর উপর তোকে অতি সন্তর্পণে রেখেছি।

চঞ্চলা। তুই অতি বেহায়া।

চঞ্চল। তুই অতি কিছু নয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

(মুক্তি ও রঞ্জনের প্রবেশ)

মুক্তি। এই ফল রেখেছি, খাও—আমি ততক্ষণ জল আনি। খেয়ে একটু বল ক'রে বৃদ্ধার ভার মাথায় কর। তুমি যখন আমার মাথার মণি হলে, তখন তোমাকে দীপ্তিহীন রাথব কেন?

তোমায় অমানুষ বলবে এ আমি কেমন করে সহ্য করব।—এই নাও ফল—আমি জল আনি।

রঞ্জন। আন, আন। মোট না মাথায় করলে কি চলবেই না?

মুক্তি। কিছুতেই না। (প্রস্থানোদ্যত)

রঞ্জন। দেখ, ও মোট থাক্, তার চেয়ে তুমি আমার কাঁধে ওঠ, আমি বুড়ীকে দেখাই যে আমি পৃথিবীর ভার ধরতে পারি।

মুক্তি। নাও, বসো পাগলামী করো না। (প্রস্থানোদ্যত)

রঞ্জন। আর দেখ—

মুক্তি। আবার কেন?

রঞ্জন। এ মানুষ কি না হ'লে চলবেই না?

মুক্তি। না, কিছুতেই না। আমি সখীদের কাছে মুখ দেখাব কি করে?

রঞ্জন। ভাল ভাল, তবে যাও।—আচ্ছা দেখ—

মুক্তি। আবার কি দেখব?

রঞ্জন। তা হ'লে আর খাবার কিছু প্রয়োজন নেই, চল আগেই বোঝাটা মাথায় করে রেখে আসি।

মুক্তি। না, সেটী কোন মতেই হতে পারেনা।

[মুক্তির প্রস্থান।

রঞ্জন। আহা! কি সুন্দর ফল! কি সুন্দর ক্ষিধে! কি সুন্দর হাত থেকে প্রাপ্তি!—কিন্তু কি সুন্দর আমার পরিণাম! আমার সখা অনাহারে বনে বনে ঘুরতে লাগল, আর আমি এখানে আহারের সুন্দর ব্যবস্থা করছি। না খেয়ে শুকিয়ে মলেও যে কারও কাছে হাত পাতবে না, আমি মুখে তুলে না দিলে যার খাওয়া হ'ত না—

আমার এমন সখাকে এ ফল নিবেদন না করে আমি খাচ্ছি। তা হ'লে পাত্র শুদ্ধ এই দুর হও। (দুরে ফল নিক্ষেপ)

(মুক্তির পুনঃপ্রবেশ)

মুক্তি। কি কর্‌লে, ফল খেলে ?

রঞ্জন। গহ্বর খেয়েছে।

মুক্তি। সেকি ?

রঞ্জন। এ কাজটা বড় সুবিধে হচ্ছেনা।

মুক্তি। আবার সুবিধে হচ্ছেনা কেন ?

রঞ্জন। না, এ কাজ কিছুতেই সুবিধে হচ্ছেনা।

মুক্তি। আবার মাথা বিগড়াল কেন ?

রঞ্জন। না, এ কাজ কোন মতেই সুবিধে হচ্ছেনা।

মুক্তি। আরে গেল, হ'ল কি ? আচ্ছা চল, আর বোঝা তুলতে হবেনা।

রঞ্জন। এই যে চলছি। শয়নে পদ্মনাভ, শয়নে পদ্মনাভ! (শয়ন)

মুক্তি। ওকি, শুলে কেন ? ওগো, শুলে কেন ? তোমার কি অসুখ করছে ?

রঞ্জন। বেজায়—মারাত্মক।

মুক্তি। সেকি ? কথন হ'ল ?

রঞ্জন। বোধ হয় এক সময় হয়েছে। (নিদ্রার অভিনয়)

মুক্তি। ওকি করছ ?

রঞ্জন। থাম থাম—আমি দেহ রক্ষা করছি।

মুক্তি। তা হ'লে আমার সঙ্গে যাচ্ছনা ?

রঞ্জন। কই যাবার গতিকত দেখছি না।

মুক্তি। দেখ, যাবে কি না যাবে একেবারে বল।

রঞ্জন। দেখ চোখ রাঙিয়োনা, আমি ভেবরে যাব।

মুক্তি। বেশ—হুকুম কর, আমি চলে যাই।

রঞ্জন। বলকি, প্রথম দর্শনেই এত বশ মেনেছ?

মুক্তি। হাঁ প্রভু! বুঝতে পারছ না।

রঞ্জন। না প্রভুনি! পারলেম না।

মুক্তি। কি জ্বালা! তুমি কি রকম মানুষ।

রঞ্জন। মানুষ আর রাখলি কই, বানরের অধম করলি। সখাকেও খুঁজতে দিলিনি, লোকের একটা উপকারও করতে দিলিনি।

মুক্তি। চোপরও, সেঁকি আমি?

রঞ্জন। দেখ তোমার রাগটা বড় মন্দ লাগছেনা।

মুক্তি। আরে রাম বল, এতো একটা বদ্ধ পাগল।

রঞ্জন। টিটকারীটে একটু একটু মিষ্টি লাগছে।

মুক্তি। আর এটা? (কর্ণ ধারণ)

রঞ্জন। আহা আহা! মধু, মধু!

মুক্তি। তোমার মতলবটা কি বল ত?

রঞ্জন। ভয়ে কব কি নির্ভয়ে কব।

মুক্তি। নির্ভয়ে কও।

রঞ্জন। দেখ সখার জন্যে আমি পাগলের মত ছুটে বেড়াচ্ছিলেম।

মুক্তি। তাত দেখেছি।

রঞ্জন। অন্ধকার দেখছিলেম।

মুক্তি। তাওত বুঝেছি, আর একটু হ'লেই ভীষণ গহ্বরে পড়েছিলে।

রঞ্জন। সেই অন্ধকার ভেদ করে অতুল রূপরাশির প্রলোভন নিয়ে কোথা হ'তে এক আনন্দময়ী ফুটে উঠল।

মুক্তি। তারপর?

রঞ্জন। তারপর সে আনন্দময়ীর সঙ্গে আমার কতকগুলো রহস্যের প্রেমালাপ হ'ল।

মুক্তি। তারপর?

রঞ্জন। তারপর আনন্দময়ী আমাকে একটু মধুর রকমের টান দিলেন।

মুক্তি। আনন্দময়ীর আর কাজ কি? পথশ্রান্ত, ক্ষুধার্ত্ত, বিয়োগ-কাতর—এদের সান্ত্বনা দিতেই না তার দেহধারণ! তারপর তুমি কি করলে?

রঞ্জন। আমি টানটা সইলেম।

মুক্তি। কেন?

রঞ্জন। জানি আমি, আনন্দময়ীকে একটু বেগ পেতে হবে।

মুক্তি। কেন?

রঞ্জন। জানি আমি সখা ভিন্ন আর কারও নই।

মুক্তি। বেশ।

রঞ্জন। জানি আমি, আমার মতন জাঁকজমকবিশিষ্ট পুরুষ দেখলে কত গোমড়ামুখী আনন্দময়ী হয়।

মুক্তি। ভাল—

রঞ্জন। আর ইচ্ছা করলেই অমনধারা দু'দশটা হাজারটা লাখোটা—আর কত বলব—এই এতটা আনন্দময়ীর পাণিগ্রহণ করতে পারি।

মুক্তি। বহুৎ আচ্ছা।

রঞ্জন। তারপর, একটী চক্ষের পলক না পড়তে পড়তে ঐ ঝাঁককে ঝাঁক আনন্দময়ীকে বিরহানলে ঝপাঝপ ফেলে দিতে পারি।

মুক্তি। তারপর?

রঞ্জন। এই মনে ক'রে আমি আনন্দময়ীর সঙ্গে সঙ্গে চল্লেম। চলতে চলতে দেখি না আনন্দময়ী বিষাদময়ী হ'ল। বিষাদময়ী হলেন কিনা রোদনময়ী; রোদনময়ী, দেখতে দেখতে জলময়ী; যেমন জলময়ী অমনি তরতর করে সেই জলের স্রোত পাহাড় ভেদ করে ছুটে গেল।

মুক্তি। আর তুমি কি হ'লে?

রঞ্জন। আমি হয়ে গেলেম ভেবাচাকা-ময়। সখার অদর্শনে প্রাণটা জ্বলছিল; সেই শীতল জলধার দেখে বার কতক হেঁকচ পেঁকচ করে উঠল; তারপর থ্যাঁচ করে একটান, আর পড়াং করে ছেঁড়া, যেমন ছেঁড়া অমনি পড়া। দেখতে দেখতে প্রাণ যে কোথায় ভেসে গেল, তার ঠিকানা পাচ্ছিনা।

মুক্তি। এখন?

রঞ্জন। এখন আমার সব যায়—আমার সখা যায়, মনুষ্যত্ব লোপ পায়। আমি নিজের শক্তি বুঝতে পারিনি, রহস্য করতে গিয়ে সর্ব্বস্ব তোমায় সমর্পণ করে বসেছি।

মুক্তি। তোমার কেউ যায়নি, কিছু যায়নি,—তুমি ওঠ।

রঞ্জন। সত্যি?

মুক্তি। দেবতার সাক্ষাতে কি মিছে কথা কইছি? হৃদয়েশ্বর! তোমার সামগ্রী অটুট অব্যয়,—সে কি নষ্ট হয়?

রঞ্জন। আর এমন হৃদয়েশ্বরীর পায়ে যথাসর্ব্বস্ব ঢালতে

মন কখন নারাজ হয়? এই নাও আমার যথা—আর এই নাও আমার সর্ব্বস্ব। (মুক্তির চরণে উষ্ণীষ ও উপঢৌকন দান)

(গিরিবালিকাগণের প্রবেশ)

(গীত)

এস প্রীতির নাগর সুন্দর!
এস রমণীয়, এস কমনীয়,
এস মধুর মধুর নরবর!!
এস ফুল্লকুসুম সাজে,
আদর সোহাগ, নব অনুরাগ,
চির-আকিঞ্চন মাঝে।
এস পিপাসুলোচন প্রিয়ছবি, নব প্রভাতের রাঙা রবি,
এস হেমবরণী মধু যামিনীর শুধু মধু ভরা শশধর!!

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বনপথ।

বন্যবালকগণ।

(গীত)

(ভাই) আর কেন মিছে ছল।
তুমি আপনার কাছে আপনি হেরেছ
কার পরে কর বল॥
আপনা হারায়ে খুঁজে না পাও, যারে দেখ তারে চোখ রাঙাও,
বনের রোদন বনেই মিলায়—
সার শুধু আঁখি জল॥

[প্রস্থান।

(প্রমোদের প্রবেশ)

প্রমোদ। আরে ম'ল, এ পথেও মানুষের চলাচল যেরে! না হ'লনা, এ স্থানও ত্যাগ করতে হ'ল। বুড়ীবেটী মানুষ মানুষ করে চলে গেছে। চলে গেছে না বাঁচা গেছে। "জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ, জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।" কি করব, বৃদ্ধার উপকার করতে পারতেম, কিন্তু আর আমার প্রবৃত্তি নাই। পরোপকারে আর আমার প্রবৃত্তি নাই। আজীবন উপকারে কেবল শত্রুবৃদ্ধি করেছি, পদে পদে নিজের অনিষ্ট করেছি। তবে আর কেন? উপকারে যদি মানুষের উপকারই না হয়, যদি তার মনুষ্যত্বই লোপ পায়, তবে আর কেন? যাই কেদারেশ্বরের চরণে মায়া-মমতা পরোপকার-প্রবৃত্তি, হৃদয়ের কোমলতা সমস্ত অঞ্জলি দিয়ে যেখানে দুচোখ যায়, চলে যাই। কারও কিছু করবনা, কারও ভাবনা ভাবব না।

(জয়ন্তীর প্রবেশ)

জয়ন্তী। দে রামা একটা মানুষ দে।

প্রমোদ। আরে! এখনও রয়েছিস!

জয়ন্তী। মানুষ মেলেনি, তাই আছি।

প্রমোদ। না, এ বেটী পাগলের পাগল। সারাদিন মানুষ মানুষ করে চেঁচিয়ে, না খেয়ে বেটী মলি যে!

জয়ন্তী। সে খবরে তোমার দরকার কি? দে রামা একটা মানুষ দে।

প্রমোদ। তবে মর চেঁচিয়ে—সারাদিন কি সারাবছর—সারাবছর কি—সারাটা জীবন মানুষ মানুষ করে চেঁচিয়ে মলেও মানুষ পাবিনা।—সন্ধ্যে হ'ল, ঘরে যা।

জয়ন্তী। দে রামা মানুষ দে।

প্রমোদ। মর বেটী—সৎপরামর্শ দিলুম শুনলিনি। তবে মর—চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলাভেঙে মুখে রক্ত উঠে মর। কিন্তু দেখ, যদি মুখ থুবড়ে পড়, তাহলে ভাবছ আমি তোমার সেবা করব, সেটী মনের কোণেও স্থান দিওনা।

জয়ন্তী। দে রামা মানুষ দে।

প্রমোদ। ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।" (প্রস্থানোদ্যত)

জয়ন্তী। দে রামা মানুষ দে।

প্রমোদ। হাঁ হাঁ চুপ করিস কেন? চ্যাঁচা চ্যাঁচা।

[প্রস্থান।

জয়ন্তী। দে রামা মানুষ দে।

(প্রমোদের পুনঃপ্রবেশ)

প্রমোদ। ভাল, যাবার সময় একটা কথা বলে যাই। দেখ বাছা, মানুষ পরিচয় দিয়ে অনেক লোক আসবে, কিন্তু সাবধান মুখ দেখে কখন ভুলিসনি। শুধু চোখে দেখলে কত দেবতার মুখ দেখতে পাবি। কেউ বা চোখে কলসী কলসী জল ভরে রেখেছে, কথায় কথায় উথলে দিচ্ছে। কারও বা মুখে হাসি ভরা, যেখানে সুবিধা পাচ্ছে সেইখানেই ছড়াচ্ছে। দুর্ভেদ্য আবরণের ন্যায় অন্তরের প্রতি অক্ষর সে মানব চক্ষের অগোচরে রেখেছে। দেখতে দেবতা—মুখ দেবতার, কিন্তু একবার ব্যবহারের অনুবীক্ষণ দিয়ে সেই মুখ দেখলে বুঝতে পারবি কেউ নেই—তার ভেতরে মানুষ কেউ নেই! সব চোর—সব শালা চোর! রূপ সৌন্দর্য্য

হাসি চক্ষুজল, মধুর বচন—সব চুরি! স্বার্থের জন্ম মানুষে দেবতা সাজে, ঋষি হয়—মানুষ নেই!

জয়ন্তী। দে রামা মানুষ দে।

প্রমোদ। আবার বেটী, আবার "দে রামা মানুষ দে!" বলি বেটী রামা রামা করছিস—রামা সীতা উদ্ধারের সময় কটা মানুষ পেয়েছিল? পঞ্চবটী বনে সীতাহারা কমললোচন যখন হা জানকী বলে সমস্ত বনটা ছুটে বেড়িয়েছিল, মাটিতে গড়াগড়ি খেয়েছিল, পশু পাখী গাছ পালার পায়ে মাথা খুঁড়েছিল, তখন কটা মানুষ এসে তার সান্ত্বনা করেছিল, কজন এসে তার চোখের জল মুছিয়েছিল? বেটী, মানুষ এলনা, বানর এল—বনের বানর এসে রামকে কোল দিলে, মানুষ এলনা।

জয়ন্তী। বোকা ছেলে, সেখানে কি মানুষ ছিল?

প্রমোদ। তাত ছিলইনা। এই যে তুই সারাদিনটে চীৎকার করে গলাভেঙে মলি, একটা মানুষ দেখতে পেলেনি, একবার কিছু দেবার নাম করে মানুষ বলে ডাক দেখি—দেখবি পাহাড় ফুঁড়ে মানুষ গজিয়ে উঠেছে, দেখবি প্রতি বৃক্ষ থেকে মানুষ ঝরছে—মানুষের দে দে চীৎকারে দেখবি বন ছেড়ে ভীষণ জন্তু পর্য্যন্ত পালিয়ে যাচ্ছে।

জয়ন্তী। আহা বাবা, আমার কি উপকারই করলি!

প্রমোদ। সেকি! উপকার! (চারিদিক চাহিয়া) উপকার করলুম কি? কখন করলুম?

জয়ন্তী। ভারী উপকারই করে ফেলেছিস বাবা।

প্রমোদ। যাঃ মাটি করেছি—সর্ব্বনাশ করেছি। কি করেছি বেটী বলত?

জয়ন্তী। তুই আমার মনের অন্ধকার দূর করে দিয়েছিস। আর আমি মানুষও ডাকবনা, ঘাসও তুলবনা, এই আমি বসে রইলেম। আহা! বাবা তুই দীর্ঘজীবী হয়ে থাক—কি উপকারই করলি, মনের মলা ঘুচিয়ে দিলি!

প্রমোদ। তবেরে পাজী বেটী উপকার করেছি?

জয়ন্তী। উপকার বলে উপকার! বুড়ো বয়েস পর্য্যন্ত মানুষ খুঁজে খুঁজে কেবল ভূতের বেগার খেটে মরেছি—ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছু করিনি, আজ আমার কিনা ভ্রম দূর করলি! আহা কচিছেলে, তোর পেটে এত বুদ্ধি এত জ্ঞান!

প্রমোদ। এখনও বলছি মুখ সামলে কথা কও? ফের বললে বিপদ ঘটবে। দেখ মা—কথায় কথায় হয়ত কি বলে ফেলেছি ভুলে যা।

জয়ন্তী। ভুলে যাব? যতকাল বাঁচব মনে রাখব; তারপর, আমার যে কেউ থাকবে, সবাইকে বলে যাব, তারা যেন পুরুষানু-ক্রমে এই কথা মনে রাখে; জগৎসংসার একথা জানতে পারবে।

প্রমোদ। বয়ে গেল—মনে করলি, তাতেও বয়ে গেল, না করলি তাতেও বয়ে গেল। আর উপকার করলুমত বেশ করেই করি। (বোঝা স্কন্ধে করিয়া) নে ওঠ বেটী ওঠ।

জয়ন্তী। চল—

প্রমোদ। কিন্তু বেটী তুমি মনে করছ, তোমার কাঁদা কাটীতে বোঝা ঘাড়ে করলুম—

জয়ন্তী। তবে আর কার?

প্রমোদ। চুপ কর বেটী, এ আমার খুসী।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হিমালয়—গোমুখী জলপ্রপাত।

গিরিবালিকাগণ।

(গীত)

বহুদূর হ'তে এসেছি বঁধু, বারেক ফিরিয়া চাওহে।
বহু আশা প্রাণে পুরেছি বঁধু আর কেন চলে যাওহে ॥
হৃদয়ে রেখেছি প্রেম-সরোবর হাসির কমল তায়—
আদর হিল্লোলে ধুয়ে পরিমলে মাখাব শীকর গায়
কতই করিব খেলা ;
প্রাণে দিব আশা বুকে ভালবাসা
করিব পিরীতি মেলা ।
অগাধ সোহাগ রেখেছি বঁধু, একবার নেয়ে লওহে ॥

[প্রথম বালিকা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

প্রমোদ। কি মর্ম্মস্পর্শী সঙ্গীত! এই বিজন স্থানে এই প্রকৃতির ভীষণতার আবরণে, অন্ধকারে অঙ্গ ঢেকে কারা গায়? প্রাণ ঐ গানের সঙ্গে মিশতে চায়। যদি মাথায় ভার না থাকত, যদি পরের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অধীনতায় না আবদ্ধ হতেম, তা হ'লে ঐ সঙ্গীতের অনুসরণ করতেম, সঙ্গীত যেথায় যেতো সেথায় যেতেম। কিন্তু সংসার-বিরাগীর সর্ব্বসুখ-ত্যাগীর এ হৃদয়াকর্ষক সঙ্গীত কেন? প্রকৃতিসুন্দরি! অসীম শক্তিময়ি! কি তোর মনে আছে জানিনা—আমার অদৃষ্টে কি আছে বলতে পারি না। জোর করে আমার হৃদয় কোমল করতে কেন দেবি! তোর আকিঞ্চন?

১ম বালিকা। প্রেমিকবর, এই সুকুমার দেহের এত পীড়ন কেন ? মাথায় এত ভার কেন ?

প্রমোদ। কেন এ কথা বলতে বাধ্য নই। তুমি কে ? এই শ্বাপদসঙ্কুল ভীষণ স্থান, এই নিবিড় অন্ধকার,—এমন সময়ে এমন স্থানে তুমি কে—কেন এসেছ ? যদি পথভ্রমে এসে থাক, তা হ'লে ক্ষণেক অপেক্ষা কর, আমি এই বোঝা ফেলে এসে তোমাকে পথ দেখাব।—আর যদি ভয় পাও তা হ'লে আমার সঙ্গে সঙ্গে চল।

১ম বালিকা। আমি তোমার জন্য এসেছি।

প্রমোদ। আমার জন্য এসেছ ? কেন তোমারও ঘাসের বোঝা আছে নাকি ?

১ম বালিকা। প্রেমিকবর, তোমার রূপ গুণে মুগ্ধ আমি আত্মহারা হয়েছি, তোমাকে আত্মদান করব।

প্রমোদ। বল কি চিনিনি-মণি ? তোমার মিষ্টি কথায় ঘাস শুদ্ধ যে রসে উঠল।

১ম বালিকা। আমি তোমাকে আদর দেব, সোহাগ দেব, এই হিমালয়-শৃঙ্গে মানস-সরোবর-শতদল-সিক্ত চির-আনন্দময় ভূস্বর্গের রাজা করব। চল সেথায় তোমায় নিয়ে যাই।

প্রমোদ। অপরাধ ? আমার ভেতরে এমন কি দেখেছ যে দেখেই তোমার প্রেম উথলে উঠল ? ভাই তুমি যেই হও আমার কথায় রাগ করনা, এমন সময় তোমার উপযাচক হয়ে দয়া প্রকাশে কিছু সন্দেহ হয়েছে। আমি এমন কি করেছি যে তোমার এমন গানভরা প্রাণ আমার পুরস্কার ?

১ম বালিকা। তুমি বিশ্বপ্রেমিক।

প্রমোদ। মিছে কথা—আমি মানুষের উপর বিরক্ত, তার উপর ঘৃণা করে, তার মুখ দেখতে হবে বলে বনে এসেছি।

১ম বালিকা। তুমি পরোপকারী।

প্রমোদ। ছিলেম, এখন আর নয়।

১ম বালিকা। তবে যাতে প্রবৃত্তি নাই, সেকাজ কেন করছ? তুমি ভার ফেলে আমার সঙ্গে এস।

প্রমোদ। কি—কি বললি রাক্ষসি? আমি পুরুষ, আমার কঠিন প্রাণ—ইচ্ছায় হ'ক অনিচ্ছায় হ'ক, আমি এক জনের ভার বহন করছি, তুই নারী হয়ে সে কার্য্য করতে নিষেধ করলি!

১ম বালিকা। অনিচ্ছায় পরকার্য্য করে ফল কি?

প্রমোদ। আমি ফলপ্রত্যাশী নই।

১ম বালিকা। সে বৃদ্ধা ডাকিনী—তার কার্য্য করে অনিষ্ট বই ইষ্ট নাই—তুমি আমার সঙ্গে এস।

প্রমোদ। সেখানে অনিষ্ট মৃত্যু—আর তোর কাছে আমার যা অনিষ্ট তার তুলনা কোথায় রাক্ষসি! আমার আত্মার ধ্বংস হবে—তোর মানস-সরোবরের জল-শীকরে আমার অঙ্গ পুড়ে ক্ষার হবে—তোর শতদল-সৌরভে আমার হৃদয়ে শেল বিঁধবে! যা দূর হয়ে যা। কঠিনে! তুই নারী হয়ে একটা বৃদ্ধা—অশক্তা বৃদ্ধা তার উপকার করতে নিষেধ করলি; এই কি তোর অগাধ প্রেম? মায়াবিনি, দূর হ—আমি তোর কথা শুনবো না।

১ম বালিকা। আমি তোমাকে অনন্ত সুখ দেব—চির যৌবন দেব—দাসী হয়ে আমার এই অগাধ প্রেমের অধিকারী করব—আমি দেব-নন্দিনী।

প্রমোদ। তুই পিশাচিনী, তোর ভূস্বর্গ ভূকম্পে চূর্ণ হ'ক,

তোর অনন্ত যৌবনে আগুন লাগুক, তোর অগাধ প্রেম পুড়ে যাক ;—তুই দূর হ’।

১ম বালিকা। প্রেমিকবর! মাথা তোলো—আমার মুখ দেখ—আমার মুখ দেখলে সব ক্লেশ দূর হবে—সংসারের জ্বালা যন্ত্রণাময় পথে আর তোমার চলতে প্রবৃত্তি হবেনা। প্রেমিক-বর, আমি সুন্দরীর রাণী।

প্রমোদ। ওরে বুড়ী তোর ঘাস লুটে নিলে।

জয়ন্তী। (নেপথ্যে) কে রয়।

১ম বালিকা। ওগো ডেকোনা গো, সে ডাইনি গো।

প্রমোদ। ডাইনি—ডাইনি—ক্ষীরখণ্ড—ক্ষীরখণ্ড।

১ম বালিকা। ওগো তোমার পায়ে পড়ি গো—আমি পালাচ্ছি গো।

[প্রস্থান।

(জয়ন্তীর প্রবেশ)

জয়ন্তী। কি বাবা ভয় পেয়েছ ?

প্রমোদ। কই বেটী তোর ঘর কই ?

জয়ন্তী। এই যে এসে পড়েছি বাবা, আর একটু চল না!

প্রমোদ। আবার চলনা কিরে বেটী—আর চলব কোথা ?

জয়ন্তী। এই যে এই পথে।

প্রমোদ। এই পথে! তা হ’লে এবার আমাকে খড়া বেয়ে উঠতে হবে ?

জয়ন্তী। তা না হ’লে উঠতে পারবে কেন বাছা। দেখছ না গড়ানে। নাও চল, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? ওকি, আমার পানে অমন করে কটমট করে চাইলে কেন ?

প্রমোদ। তবেরে বেটি! (বোঝা ফেলিবার চেষ্টা) একি এটা পিটে আটা দিয়ে জুড়ে দিয়েছিস নাকি?

জয়ন্তী। নাও আর মিছে সময় নষ্ট করনা, চল আর দূর নেই।

প্রমোদ। দূর নেই দূর নেই করে, এই বিষম ভার আমার পিঠে চাপিয়ে এই দুর্গম পথের কত দূর নিয়ে এলি, এখনও আমার সঙ্গে চাতুরী খেলছিস। কষ্ট দিতেই যদি তোর আনন্দ তা হ'লে বুড়ী আমাকে মেরে ফেল, তা না হ'লে বল তোর বাড়ী ঘর আছে কিনা।

জয়ন্তী। বাড়ী নেইত কি পথে পথে বেড়াচ্ছি। ঐ যে আমার বাড়ী। ঐ যে পর্ব্বতশৃঙ্গের উপরে ঐ যে গোমুখী। যে গোমুখী দিয়ে সুরধুনীর স্রোত পর্ব্বতের গাত্র বেয়ে প্রথম প্রান্তরে পড়েছে, অস্তগামী রবিকিরণ-স্পর্শে মহেশ্বরের সুবর্ণ জটার ন্যায় ঐ যে গোমুখী জলপ্রপাত! তার পাশে ঐ যে দেবদারুকুঞ্জ, তার উত্তরে ঐ যে একটা হ্রদ—যে হ্রদের তীরে চামরী গোরুর পাল চরছে—ঐ দেখনা।

প্রমোদ। দেখছি তুই বলে যানা।

জয়ন্তী। তার উত্তরে একটা কুঙ্কুমের মাঠ, তার উত্তরে দাড়িম্ব কানন, তার পরেই আঙ্গুর লতার কুঞ্জ—তার পরেই একটা ছোট তড়াগ, সেই তড়াগের তীরে একটী সুন্দর মালঞ্চে বেড়া আমার বাড়ী।

প্রমোদ। হাঁ হাঁ করলি কি থামলি কেন,—বলে যা বলে যা, তারপর?

জয়ন্তী। আমার বাড়ী, আবার তারপর কি?

প্রমোদ। এত শীগ্‌গির তোর বাড়ী? তার পরে অনেক জিনিস পড়ে রইল যে। উত্তর মহাসাগর পড়ে রইল, সুমেরু বাকী রইল, যমের বাড়ী পড়ে রইল। করিছিস কি, এত কাছে বাড়ী করে ফেলেছিস?

জয়ন্তী। বড় কি কষ্ট হচ্ছে?

প্রমোদ। পৃথিবীর উপর এত স্থান থাকতে পাহাড়ের উপর ঘর বেঁধে মরেছ কেন?

জয়ন্তী। আমিও ভাবি কি জান বাছা, পৃথিবীতে এত পাহাড়, পর্ব্বত, বন, জঙ্গল, গাছ-পালা থাকতে তোমাদের দেশের লোক সহর গাঁয়ে বাস করে কেন? দিব্য গাছে উঠে ফল খাবে, তুড়ুক তুড়ুক করে লাফাবে। যাক সে কথা। এখন কি করবে বল; এইটুকু যদি তুলে না দাও তা হ'লে এতটা পথ, আনা না আনা দুইই সমান। সোজা রাস্তায় আমি নিজেই বয়ে আনতে পারি।

প্রমোদ। কতকগুলো ঘাস আমার পিঠ থেকে ফেলে দে, তা না হ'লে আমি উঠতেই পারব না।

জয়ন্তী। সে কিগো! ওকি কথা বল গো! আমি সারা দিন না খেয়ে এই ঘাস জোগাড় করলেম, আর তুমি ফেলে দেবে?

প্রমোদ। আমি মলে তোমার ঘাস তুলবে কে?

জয়ন্তী। তাহ'ক গো তাহ'ক—প্রাণ যায় আবার প্রাণ হবে—তোমার মতন মানুষ যায় মানুষ পাব, কিন্তু এমন কচি কচি ঘাস যে আর পাবনা গো। ভাল কথা মনে পড়েছে—এখানে যে এক আঁটি কাঠ রেখে গিয়েছিলেম, কোথা গেল? যাঃ কোথা গেল? কেউ চুরি করলে নাকি? না, এই যে আছে।

রস বাবা, এগুলোও পিটে বেঁধে দিই। এগুলো বোঝার উপর শাকের আঁটি—নাও চল—মেয়েরা আমার জন্যে হা পিত্যেস করে বসে আছে।

প্রমোদ। তবে তুই বা আর খড়া বেয়ে কষ্ট ক'রে এতটা উঠতে যাবি কেন? তুইও বোঝার উপর শাকের আঁটটে তার উপর গজগিরিটে হয়ে বসে যা। উঃ! কি বলব, বোঝা নিয়ে নড়তে পারছি না, তা না হ'লে বোঝার সঙ্গে বেঁধে মাঝখান পর্য্যন্ত না উঠে বোঝার সঙ্গে তোরে ছেড়ে দিতেম, গড়াতে গড়াতে তাল পাকিয়ে পাহাড়ের তলায় পড়তিস—তবে আমার রাগ যেত।

জয়ন্তী। বটে! আমাকে মেরে ফেলতে আমাকে শুদ্ধ নিয়ে উঠতে পার, আর আমার উপকার করতে শুধু বোঝাটা নিয়ে উঠতে পারনা। আরে ছিঃ, এমন উপকারী তুমি? না বাছা, খুলে দিচ্ছি, আর তোমায় আমার উপকার করতে হবেনা, আমার যা অদৃষ্টে আছে তাই হবে।—দে রামা একটা মানুষ দে!

প্রমোদ। চটিস কেন বেটী—বোঝা কাউকেও দেবনা, মরে যাই তবু মরণ ধরণ ধরে থাকব। ভগবান এলে তাকেও হাঁকিয়ে দেব। কিন্তু বেটী তোর কি প্রাণ! সামান্য কতকগুলো পশুর জন্য তোর আশ্রিত একটা লোককে এত কষ্ট দিলি, এটা মনে করে আমি কি একটু অভিমানও করতে পারব না? আমার কি সংসারে আহা বলবার কেউ নেই? বল বেটী তুই কি? বল তুই কে?

জয়ন্তী। আহা আমি করব—আহা কল্পব কি গো? হাঃ হাঃ হাঃ! আমি কি—আমি কে? (উচ্চহাস্য)

প্রমোদ। একি বিকট হাসি—তুই কখন মানুষ নস—তবে কে তুই?

জয়ন্তী। হাঃ হাঃ হাঃ! এখনও আমায় চিনতে পারনি? আমি ডাকিনী! আমি রাজকুমারের মাংস কখন খাইনি ব'লে তোমাকে ধরে এনেছি। বাছা, আমার কি স্নেহ মমতা আছে?

প্রমোদ। আরে বেটী তা আগে বলিসনি কেন, তারজন্য এত কৌশল কেন? আমাকে বল্লেই ত হ'ত। আমি শুধু আসতেম না, কতকগুলো মশলা সঙ্গে করে আনতেম।

জয়ন্তী। মশলা? আমার ঘরে সুন্দর মশলা আছে, তার সৌরভে দিগন্ত আমোদিত। মৃগনাভি আমার গৃহপ্রাঙ্গণের ধূলো, জাফরান জঞ্জাল, কুঙ্কুমের গাছ আমার গোরুতে খায়, গুজরাটী এলাচের জ্বালে আমি ভাত রাঁধি, আমায় আবার তুই কি মশলা দিবি বাপধন? নে চল্।

প্রমোদ। তা হাঁ ডাইনি মাসী, আমার মাংসের কি কি করে খাবি বল দেখি?

জয়ন্তী। কত কি করব—বাকী যা থাকবে তাতে কাঁচা তেঁতুল দে পটপটে ক'রে অম্বল রেঁধে খাব।

প্রমোদ। আর বলিসনি বেটী—আর বলিসনি—শুনে আমার মুখে জল আসছে। তবে চল্ শীগ্‌গির চল্—বল হরি হরিবোল! ডাইনী মাসী, রহস্য করছিনা—আমার অস্তিত্ব লোপ করে দে—আমার সংসারের বাতাস সইল না—জ্বলে মলেম, জ্বলে মলেম। মায়া-মমতাশূন্য হৃদয়ে সংসারে বিচরণ করার চেয়ে মরা ভাল। ডাইনী মাসী আমার হাড় খা মাস খা—খেয়ে এই দগ্ধ প্রাণ গোমুখীর জলে মিশিয়ে দে। নে আয়, তোর হাত ধ'রে নিয়ে যাই। হরিবোল, হরিবোল!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

উদ্যান।

রঞ্জন।

রঞ্জন। কোথাকার বরাত কোথায় বাবা। ছিলেম কোন্ দেশে, এলেম কোন্ দেশে। কি করতে এলেম কি হ'ল। কোথায় গাছের তলায় প'ড়ে না খেয়ে চিঁচিঁ করব, না কোথায় আঙ্গুর পেস্তা বাদাম বেদানা ক্ষীর মাখনে পেট আই ঢাই! কোথায় গুহার ভিতর মুখ লুকিয়ে চার ধারে ধুতুরাফুল দেখব, না কোথায় ঢলঢলে চাঁদপানা মুখ! কোথায় সেই অন্ধকারে গুহার ভিতরে কোন ভয়ঙ্কর নিশাচরের জ্বলন্ত চোখ দেখে পেটের পিলে চমকে যাবে, না টলটলে ফেলফেলে এমন এমন লোচন কটাক্ষে বুক গুরগুর। সখা ফেলে পালিয়ে গেল, আবার ঘুরে ঘুরে আমারই কাছে উপস্থিত হ'ল। আর কি যেমন তেমন আসা! শান্তি শান্তি ক'রে পাগল, সেই শান্তি তার কপালে নাচছে। ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি ধ'রে শান্তি তারে বরণ করবে—আমি হব তার ঘটক, আমার মুক্তি হবে তার ঘটকী। উঃ! মুক্তি আমায় কি ভালবাসে! ভয়ঙ্কর ভালবাসা—ভয়ঙ্কর ভালবাসা। যেমন দেখেছে অমনি ভালবেসেছে—পাছে বোঝা ঘাড়ে করলে আমি শান্তি পাই, এই ভয়ে আমাকে ভুলিয়ে এনেছে। মুক্তি যেমন দেখলে অমনি প্রাণে প্রাণে জড়িয়ে গেল; জড়িয়ে মড়িয়ে তাল পাকিয়ে প্রাণটা আমার ভেকা চ্যাকা মেরে গেল। কি করলেম কিছুই বুঝতে পারলেম না।

তা না হ'লে আমি কখন বোঝা ফেলে আসবার পাত্র! এই বোঝা কি আমি সখাকে ঘাড়ে করতে দিতেম। যা কিছু মনুষ্যত্বের গলদ, সে শুধু ঐ মুক্তির জন্য। মুক্তি মুক্তি! ভয়ঙ্কর ভালবাসা—ভয়ঙ্কর ভালবাসা! যায় যায় ফিরে চায়—থাকে থাকে দেখে যায়। কিন্তু আমি মুক্তিকে জব্দ করব। সে তরল কটাক্ষে আমার মনুষ্যত্ব ভাসিয়ে দিয়েছে। মুক্তিকে ভয় দেখাব, তারে ফেলে চলে যাবার ছলা করব। ঐ আসছে—আহা মুক্তি আমায় কি ভালবাসে—আয় মুক্তি আয়—আজ তোকে—

(মুক্তির প্রবেশ)

মুক্তি। কিগো বন্ধু দাঁড়িয়ে রয়েছ যে?

রঞ্জন। এই তোমার জন্য অপেক্ষা করছি; দেখ আমি চলে যাব। অনেকক্ষণ এসেছি, আর থাকবনা।

মুক্তি। তা আমার জন্য অপেক্ষা করছ কেন, আমি কি পথ দেখিয়ে দেব? তা হ'লে এস।

রঞ্জন। (স্বগতঃ) সর্ব্বনাশ! বলে কি? তবে কি মুক্তি আমায় ভালবাসেনা। একথা শুনে মুক্তির বুকটা ছাঁৎ করে উঠলোনা—হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রইল। আবার আমায় পথ দেখায়!

মুক্তি। দাঁড়িয়ে রইলে কেন? চলনা।

রঞ্জন। এই যে চলনা। (স্বগতঃ) সর্ব্বনাশ! একি হ'ল! তবে কি মুক্তি মায়াবিনী! মায়ামুগ্ধ ক'রে এ কয়দিন আমায় ভুলিয়ে রেখেছিল। কি হ'ল! একি হ'ল! এযে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত!

মুক্তি। চলনা বলে আবার দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

রঞ্জন। দাঁড়াব কেন, দাঁড়াব কেন। (স্বগতঃ) দর্পহারী মধুসূদন! এযে আমি নিজে জব্দ হচ্ছি; আমি শুধু জব্দ নই, আমি যে যাই!

মুক্তি। ও কিগো অমন করছ কেন? কোন্ দিকে যাও—নাও আমার হাত ধর আমি তোমায় আশ্রমের বাইরে রেখে আসছি। হাঁগা তুমি কি রাতকাণা?

রঞ্জন। য়্যাঁ আমি—আমি—(স্বগতঃ) কি করলেম, কেন যাবার কথা মুখে আনলেম। য়্যাঁ কোথায় যাব, মুক্তিকে ছেড়ে কোথায় যাব।

মুক্তি। বুঝতে পেরেছি (হস্ত ধরিয়া) নাও এস! আমি বেশীক্ষণ দেরি করতে পারবনা, নূতন একজন অতিথি এসেছে এখনই গিয়ে আবার তার পরিচর্য্যা করতে হবে। মার কাছে শুনলেম সে আজ তিনদিন নিরাহার। সেই অবস্থাতেই সে ঘাসের বোঝা মাথায় করে এনেছে। নাও শীগ্‌গির চল আমি আর একটুও অপেক্ষা করতে পারবনা। ওকি হেলে পড়লে যে?

রঞ্জন। য়্যাঁ—আমি—আমি—

মুক্তি। হাঁ হাঁ তুমি—তুমি—যেতে যেতে থমকে দাঁড়াচ্ছ।

রঞ্জন। আমি—আমি—

মুক্তি। হাঁ হাঁ তুমি—চলতে চলতে হেলে পড়ছ।

রঞ্জন। আমি—আমি—

মুক্তি। ওকি আবার বসলে কেন?

রঞ্জন। আমি একা যাব।

মুক্তি। একা যাবে, চিনতে পারবে?

রঞ্জন। পারিনা পারি তোমার কি?

মুক্তি। তা হ'লে এই পথ ধরে বরাবর পূর্ব্বমুখে যাও কিছু দূর গেলেই কুঙ্কুমের ক্ষেত দেখতে পাবে, সেই ক্ষেত বাঁয়ে রেখে বরাবর দক্ষিণ মুখে চলে যাবে, বুঝেছ? তা হ'লে আসি বন্ধু—

রঞ্জন। তাই যাব, বরাবর দক্ষিণ মুখেই যাব যতক্ষণ না চিত্রগুপ্তের দপ্তরখানায় পড়ি ততক্ষণই যাব। তুমি আমাকে বন্ধু বল্লে যে?

মুক্তি। শীগ্‌গির শীগ্‌গির আমাদের ত্যাগ করবে বলে— বন্ধুত্ব পাতিয়ে ত্যাগ করাই না তোমাদের ব্যবসা।

রঞ্জন। আমিত তারে ত্যাগ করিনি, সেই বরং আমায় ত্যাগ করেছে।

মুক্তি। কে কারে ত্যাগ করেছে সে তুমি নিজেই জান।— আমি চল্লেম।

রঞ্জন। দেখ, তুমিই আমায় ভার বহন করতে বাধা দিয়েছ।

মুক্তি। তুমি শুনলে কেন?

রঞ্জন। তুমি নিষেধ না করলে আমি ঘাসের বোঝা মাথায় করে আনতেম।

মুক্তি। আনতে, শান্তি লাভ হ'ত। সে দুঃখ এখন করলেও আর চলবে না। আমি দাঁড়াতে পারি না বন্ধু—

রঞ্জন। যথার্থই আমি কপট মিত্র—কিন্তু মুক্তি—

মুক্তি। কি বন্ধু!

রঞ্জন। দেখ মুক্তি!

মুক্তি। কি দেখব বন্ধু!

রঞ্জন। শোন মুক্তি!

মুক্তি। কি শুনব বন্ধু!

রঞ্জন। দেখ আমি শান্তি চাইনা।

মুক্তি। বেশ, তবে পথে পথে বেড়াওগে আর হায় হায় করগে। আসি তবে, নমস্কার বন্ধু!

রঞ্জন। দেখ আমায় বন্ধু বন্ধু ক'রনা।

মুক্তি। তবে কি প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বর করব?

রঞ্জন। কেন আমি কি তোর প্রাণেশ্বর নই?

মুক্তি। হাঃ হাঃ হাঃ—এ পাগল নাকি? এ তামাসার কথা ;কারে বলিগা! এখানে যে কেউ নেই। হা হা হা! ও প্রিয়ঙ্গুলতা! ও ভাই শোন, এ পাগল বলে কি শোন, এ আমার প্রাণেশ্বর! সহকার সোহাগিনী মাধবি! শোন ভাই শোন একটা পাগল আমার প্রাণেশ্বর! মালতি মালতি! আপনার মনে সমীরণ সঙ্গে কি বলাবলি করছিস? একটা মজার কথা বলি শোন্ একটা পাগল আমার প্রাণেশ্বর! দূর হ'ক ছাই আর যে কেউ নাই আর কারে একথা বলি ; যাই চলে যাই, যারে পাই তারেই এই কথা বলিগে—

রঞ্জন। যাবি কোথায়, তিন লতাকে সাক্ষী করে ত্রিসত্য করে বল্লি, এই মিত্রদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক তোর প্রাণেশ্বর, এখন আমার হুকুম না নিয়ে যাবি কোথা ? মুক্তি, চরণে ধরি আমায় ক্ষমা কর্—আমি আর যাবার কথা মুখে আনব না।

(জয়ন্তীর প্রবেশ)

জয়ন্তী। বলি ও মুক্তি! তোকে বল্লেম কি—বল্লেম না

রঞ্জনকে সঙ্গে করে যত শীগ্‌গির পারিস চলে আয়।—দেখ বাছা, তোমার সখাকে তোমার খাতিরে এখানে আনলেম, কিন্তু তার বিষম আবদার—সে কিছুতেই মানুষের মুখ দেখবে না। আমার আশ্রমে মানুষের মধ্যে তুমি। তোমার আচরণের ফল স্বরূপ তোমাকে ভূত হয়ে তোমার সখার অভ্যর্থনা করতে হবে। আর বিলম্ব ক'রনা, শীগ্‌গির যাও—আমি চল্লেম। তোমার সখা পাগলের পাগল—তিনদিন অনাহারে বনে বনে ঘুরেছে, সেই অবস্থায় আমার বোঝা ঘাড়ে করে এনেছে, আমাকে কিছু বুঝতে দেয়নি। তার মতলব ভাল নয়, আর একটু হলেই আমাকে এই বৃদ্ধ বয়সে নরহত্যার পাপভাগিনী করত। যাও, তাঁরে উপযুক্ত শাস্তি দাও। সে আর মানুষের উপর ঘৃণা না করে এমন উপায় কর। এ আশ্রমের যে যেখানে আছে সবাইকে ছদ্মবেশে থাকতে আদেশ দাও। তুমি হও ভূতের রাজা, আর এই বেটী হ'ক পেত্নীর রাণী। যাও বিলম্ব ক'রনা শীগ্‌গির যাও। এই নাও, এই পেত্নী নাও। এই পেত্নী নিয়ে তোমার দুষ্ট সখাকে উচিত মত শিক্ষা দাও।

[প্রস্থান।

রঞ্জন। অতঃপর?

মুক্তি। অতঃপর আবার কি?

রঞ্জন। এইবার—

মুক্তি। কি? এইবার কি?

রঞ্জন। এইবার কি হয়?

মুক্তি। কি হবে?

রঞ্জন। এই দেখনা।

(গীত)

রঞ্জন।— আমি এই চললুম,

মুক্তি।— আমি এই ধরলুম,

রঞ্জন।— ছি ছি ছি করলি কিলো সর্ব্বনাশী।

মুক্তি।— যেতে হয় যাওনা চলে আমিত তাই ভালবাসি॥

রঞ্জন।— তাহ'লে বামন বলে এই বাড়ালুম পা,

মুক্তি।— আমারও শয়নকালে পদ্মনাভ মাটি মাটি গা।

রঞ্জন।— আহাহা পড়ে যাবে,

মুক্তি।— ছুটনা হোঁচট খাবে,

জ্বালায় কে মরবে জ্বলে বল দেখি তা ?

রঞ্জন। তাইতেত পা চলেনা, মন সরেনা, বল না হয় ফিরে আসি।

মুক্তি।— কি বলব বুঝতে নারি, কাজ কি আঁখিজলে ভাসি॥

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

অধিত্যকা।

চঞ্চলা ও শান্তি।

চঞ্চলা। আমি উঠতে বল্লে উঠবি, বসতে বল্লে বসবি।

শান্তি। আচ্ছা।

চঞ্চলা। আর কারও কথা শুনবিনি।

শান্তি। না।

চঞ্চলা। আমি যে কথা বলতে বলব সেই কথা বলবি।

শান্তি। আচ্ছা।

চঞ্চলা। যে গান গাইতে বলব সেই গান গাইবি।

শান্তি। আচ্ছা।

চঞ্চলা। তা হ'লে এই শিলার উপরে ব'স। (শান্তির উপবেশন) চারিদিকে চেয়ে দেখ, কি দেখতে পাচ্ছিস ?

শান্তি। কিছু না।

চঞ্চলা। উপরে ?

শান্তি। চাঁদ।

চঞ্চলা। তার পাশে ?

শান্তি। চিত্রা।

চঞ্চলা। তার পাশে ?

শান্তি। মেঘ।

চঞ্চলা। তার পাশে ?

শান্তি। আবার মেঘ।

চঞ্চলা। দেখতে কেমন ?

শান্তি। যেন পদ্মফুল !

চঞ্চলা। তার উপর—

শান্তি। ঠিক যেন আমি।

চঞ্চলা। তার পাশে—

শান্তি। কই ! আহা ওকি—কি সুন্দর ! ও কোন দেবতার মূর্ত্তি।

চঞ্চলা। চুপ কর গোল করিসনি, নে পায়ের উপর পা দে,

পদ্মফুল নে, ঘোরা, নাকে ধর, ঐ ওর পানে চেয়ে থাক্। আমি যাব আর আসব—সাবধান আর কারও কথা শুনিসনি!

[প্রস্থান।

(চঞ্চলের প্রবেশ)

চঞ্চল। রূপ দিয়ে ভোলাতে এসেছ? জগন্মোহিনী মূর্ত্তিতে শান্তিকে সাজিয়েছ? রূপে ভোলেনা কে? স্বয়ং যোগীরাজ মহেশ্বর মোহিনী মূর্ত্তি দেখে উন্মাদের মত তার পাছু পাছু ত্রিভুবন ছুটে বেড়িয়েছিলেন। (শান্তির নিকটে গিয়া) এই, ওঠ্।

শান্তি। য়্যাঁ উঠব কেন?

চঞ্চল। আমি জবাব দিতে আসিনি।

শান্তি। আমায় যে উঠতে বারণ করে গেছে।

চঞ্চল। চোপ্ (হাত ধরিয়া) উঠে পড় উঠে পড়, নে ফুল ফেলে দে, খাঁড়া ধর; বেশ, জিব বার কর্।

শান্তি। কেন?

চঞ্চল। দেখ, কথা কাটাচ্ছিস্ জিব টেনে বার করব। (শান্তি তথাকরণ) ওকি জিব? ওযে নোলা! যাক্ ঐ যথেষ্ট। থাকচিস থাকচিস আকাশ পানে চাচ্চিস কি! ওত ছায়া, দেখতে দেখতে গলে যাবে—নীচে দেখ।

শান্তি। য়্যাঁ! চঞ্চল—চঞ্চল আমায় ধর—

চঞ্চল। আর ধরতে হবে না—পালা।

[শান্তির প্রস্থান।

ও নীচের চাঁদের পানে চাওয়া বঁধু, ওদিকে আর কিছু নেই একবার এদিক পানে চেয়ে দেখ (মুখ বিকৃত করণ)। যা বাবা বঁধুও ভাগল।

(চঞ্চলার প্রবেশ)

চঞ্চলা। আজ তারই একদিন কি আমারই একদিন! তার মুণ্ডপাত করব তবে ছাড়ব।——তবেরে হতভাগা, আমার এত চেষ্টা পণ্ড করে দিলি!

চঞ্চল। য়্যাঁ—কেও চঞ্চলা?

চঞ্চলা। তোমার যম।

চঞ্চল। চঞ্চলা—বড় কষ্ট!

চঞ্চলা। আবার কষ্ট কি!

চঞ্চল। চঞ্চলে—চঞ্চলে! আমি মরি।

চঞ্চলা। সেকি! ওকি কথা! ওকি চঞ্চল! কি হ'ল চঞ্চল!

চঞ্চল। এই দেখ আমার কি দুর্দ্দশা হয়েছে! এই দেখ মাথায় হাত দিয়ে।

চঞ্চলা। উঃ—আগুন!

চঞ্চল। এই দেখ পেটে হাত দিয়ে।

চঞ্চলা। উঃ—ঠাণ্ডা—

চঞ্চল। এই দেখ গালে হাত দিয়ে।

চঞ্চলা। উঃ—কিছু ঠাওর করতে পারছিনা।

চঞ্চল। তবে এই দেখ গালের ভেতর।

চঞ্চলা। উঃ—জল জল (চঞ্চল কর্ত্তৃক অঙ্গুলি দংশন) উহু উহু!—আমার আঙ্গুল কেটে নিলি!

চঞ্চল। এই দেখ তোকে একদণ্ড না দেখে আমার ঘাড় লটকে পড়ছে।

চঞ্চলা। তবেরে পোড়ারমুখো, আমাকে তামাসা!

চঞ্চল। তবেরে পোড়ারমুখী, আমার ঠাণ্ডা মাথা তোমার হাতে আগুন ঠেকল!

চঞ্চলা। বল্ কি করলি।

চঞ্চলা। তোর একার কাজ নয়—আমায় সঙ্গে নে।

চঞ্চলা। তুই আমার কাজ পণ্ড করলি কেন?

চঞ্চলা। বলছি বলছি--হাওয়া ছাড়—হাওয়া ছাড়—উঃ বড় গরম!—(চঞ্চলার সরিয়া যাওয়া ও নেপথ্যাভিমুখে) ভয় নেই, ভয় নেই—আমি যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি ভয় নেই।

[প্রস্থান।

চঞ্চলা। কই কারে বল্লে! কেউত নয়!—তবে কি আমায় ফাঁকি দিয়ে চলে গেল। তবে তারই একদিন কি আমারই একদিন।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

উদ্যান।

চঞ্চলা ও শান্তি।

শান্তি। ও বাবা এত বড় নাক—না ভাই, আমি কিছুতেই মুখস পরতে পারব না।

চঞ্চলা। আরে পাগল! পেত্নী না সাজলে ভূত বশ হবে কি করে।

শান্তি। সে আপন মনে স্বাধীন ভাবে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, তারে বশ করবার প্রয়োজন কি?

চঞ্চলা। সহজেই যে জন্তুটা পোষ মানে, আর পোষ মানলেই যদি গেরস্তর উপকার হয়, তবে তারে বুনো রাখবারই বা দরকার কি? নে আয়, অমন একটা জন্তু বশ করতে পারলে অনেক কাজ দেখবে।

শান্তি। আমি যাবনা, যা’।

চঞ্চলা। তবে যা’ ঘরে বসে থাকগে। দেখিস্ যেন সে ভূতের নজরে পড়িসনি—তা হ’লে একেবারে হাড়গোড় চিবিয়ে খাবে।

শান্তি। না বেরুব না—আমি যাই—

(রঞ্জনের প্রবেশ)

চঞ্চলা। কিগো—কি হ’ল? কি করছে দেখলে?

রঞ্জন। তড়াগ দেখে তার শোভার নেশায় সথা বোঁদ হয়ে বসে আছে—একবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য। তার সুমুখ দে পাঁচবার যাতায়াত করলেম, দেখতে পেলেনা। মাথায় এক কাঁড়ি ফুল ফেলে দিলেম, সাড় হ’ল না। তারে উঠিয়ে আনবার কি হবে?

চঞ্চলা। তোমায় যখন সে দেখতেই পারে না ভাই, তখন তুমি গেলে হ’বে কি—এই দেখ আমি তারে তুলে আনি।

রঞ্জন। তাই আন—আর বিলম্ব ক’রনা—আমি সেজে গুজে ঠিক হয়ে থাকিগে।

[প্রস্থান।

চঞ্চলা। কি বলিস ভাই—এখনও বোঝ—পেত্নী সাজতে পারিস ত আয়।

শান্তি। আচ্ছা, তোমাদের কেমন প্রাণ, এ কেমন অতিথি সৎকার!

চঞ্চলা। আবার গোড়া থেকে আরম্ভ করলি, তবে তুই থাক্ ঘরের কোণে মুখ লুকিয়ে আমাদের নিন্দে কর্—আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

শান্তি। তবে রস, তাকে আগে থাকতে সাবধান করে তোদের সব কাজ পণ্ড করে দিই।

(গীত)

ভাল যদি বাস হে সখা।
দূরে থাক সয়ে সরে দিওনা দেখা॥
দূর হ'তে সে বড় ভাল,
অধরে বেঁধেছ হাসি ভুবন আলো,
চঞ্চল নয়নে তার অমিয় মাখা॥
রওহে রওহে দূরে, এ ভাল দেখিবে তারে,
কাছে পেলে চাঁদ সুধা নয়—
প্রেম কি প্রমোদ সখা সকল সময়।
নিকটে তরঙ্গ, দূরে রজত রেখা॥

(মুক্তির প্রবেশ)

মুক্তি। ও বাঁদর মেয়ে করলি কি? পালা পালা, ঐ দেখ এই দিকেই ছুটে আসছে।

শান্তি। য়্যাঁ কই—কই সখি!

মুক্তি। ঐ যে সখি, প্রাণ ভরে দেখছ, তবু দেখছ কি না দেখছ বুঝতে পারছনা?

শান্তি। সখি তোমার হাতে ধরি, আর কষ্ট দিওনা।

মুক্তি। কাকে? তোমাকে না দুরন্ত পথিককে? আরে দূর, কথা কইতে কইতে এসে পড়ল যে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(প্রমোদের প্রবেশ)

প্রমোদ। আহা কি শুনলেম! কে গাইলে? এই যে শুনলেম, কই গান—কোথা গান? আহা কি সুন্দর! চলে যায় ও কি সুন্দর! আহা! একি? না না—তাইকি? (চক্ষু মুছিয়া) না—না; ওকি!—ওকি মূর্ত্তি! ও বাবা, ওকি ভয়ানক মুর্ত্তি! এ যে 'আহা' নয়গো, এযে 'বাবাগো মাগো!' ওরে বাবারে এই দেখতে ছুটে এলেম—এর চেয়ে যে মৃত্যু সুন্দর! এই দিকেই আসে যে—এল যে—কোথায় যাই। ও বাবা কোথায় লুকোবো! (অন্তরালে গমন)

(প্রেতিনী মূর্ত্তি ধরিয়া গিরিবালিকাগণের প্রবেশ)

(গীত)

হিলি হিলি হিলি হিঁলি কিলি কিলি কিলি কিলি হাঁই হাঁই হাঁই।
ক্ষিদেয় যাই ক্ষিদেয় যাই॥
ওয়াক হেউ ওয়াক হেউ, মানুষ ধরে আননা কেউ,
পেট করে চোঁ চোঁ কাণ করে ভোঁ ভোঁ প্রাণ করে আইঢাই॥
হাঁউ মাউ খাঁউ মানুষের গন্ধ পাঁউ,
চুড়্ বুড়্ চাঁই চুড়্ বুড়্ চাঁই, চারে এসে মারবে ঘাই,
আয় আয় আয় আয় ধরে খাই॥

[প্রস্থান।

প্রমোদ। ওরে বাবা! একি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! সর্ব্বনাশ!

এ কোথায় এলেম ? মানুষের উপর রাগ করে ভূতের দেশে এসে পড়লেম! এখন যাই কোথা—করি কি ? এমনি করে ঠকঠক ক'রে কাঁপব ? কাঁপলে ত সুবিধে হবেনা—কাঁপলে ত প্রাণ বাঁচাতে পারবনা। আসবে, আর অমনি পুঁটীমাছটীর মতন ধরে নিয়ে যাবে—শালার ভূতকে একটা কামড়ও মারতে পারব না! তা হবেনা—তা হচ্ছেনা, শালার ভূতের সঙ্গে লড়াই দিতে হবে! কেঁপে কি করব।—ভূতের দেশ! ভূতের দেশ এত সুন্দর! কি চমৎকার! কি সুন্দর!—গোলাপের পাশে বেলা, বেলার ঘাড়ে অতসী, আর সবাইকে জড়িয়ে অপরাজিতা! কি সাজানই সাজিয়েছে! বাবা ও আবার কিরে। ও যে পদ্মফুলের ঝাড়রে! বলি হাঁ কমলিনি! পুকুরে যখন থাক, তখন তোমার নেকামি দেখে হাড় জরজর হয়ে যায়! চাঁদের যদি একটু হাওয়া লাগল ত অমনি সান্নিপাতিক ধরল, কাছে গিয়ে যদি একটু গাভাসান দিই ত কেঁপে অস্থির, আর ঝাঁপাই ঝুড়ি ত অমনি অভিমানে আছড়া-পিছড়ি। আর এই ভূতের দেশে, এই ডাইনীবেটীর বাড়ী পাথর ফুঁড়ে বেরিয়েছ—কাঁড়ি কাঁড়ি হিম খাচ্ছ, চাঁদের কিরণে মাথা-মাখি হচ্ছ, আর আমাকে দেখে দুলছ আর হাসছ। আরে ছি কমলিনি! আরে ভাই নলিনী, এ আবার কি—ভ্রমরকে না দেখে যে দীর্ঘনিঃশ্বাস ঝাড়ছ। গিরিশিখর-শোভিনি ফুলরাণি, কাঁদ কেন ভাই—কান্না দেখলে যে আমার মন কেমন করে ভাই!—ওরে বাবারে! একিরে! এযে পদ্মগোখরোর ঝাড়রে! ও বাবা কি কুলোপানা চক্র! খেয়েছিল আর কি ?—আরে ছি ছি কমলিনি, দূর থেকে ধপ্ ধপ্ আর কাছে গেলেই ফোঁস। তোর কোমল প্রাণের কাঁথায় আগুন। (অগ্রসর)

(জয়ন্তীর প্রবেশ)

জয়ন্তী। হাঁ হাঁ করছ কি, সাপের মুখে যাচ্ছ কেন? এখনি যে খেয়ে ফেলেছিল।

প্রমোদ। হাঁ হাঁ করলে কি, করলে কি? শুভকর্ম্মে যাচ্ছিলেম পিছু ডাকলে কেন?

জয়ন্তী। সাপের কাছে শুভকর্ম্ম কি—তুমি পাগল নাকি?

প্রমোদ। কাজেই—যে কাজটা লোককে বোঝাতে বড় সুবিধে হয়না, সেটা করলেই লোকে পাগল বলে। বলি যার হ'ক একজনের পেটে ত যেতে হবে। তবে তোমার পেটে গেলে বৃন্দাবন যাওয়ার ফল, ওদের পেটে ব্যাসকাশী, তফাতের মধ্যে এই। তোমার পেটে ঢুকলে চতুর্ভুজ, আর ওদের বেলায় চতুষ্পদ, এক জায়গায় পাঞ্চজন্য শাঁক পোঁ পোঁ, আর এক জায়গায় গাধার ডাক গাঁ গাঁ। তা হাঁ ডাইনীমাসী, এমন করে হেসে খেলে বেড়াব কত-ক্ষণ? যাহ'ক একটা গতি করনা।

জয়ন্তী। অত তাড়াতাড়ি করলে চলবে কেন বাছা! সকল কাজের সময় অসময় ত আছে।

প্রমোদ। খেতে যদি চাস ত এমন সময় আর পাবিনা। রক্ত ত দেখতে দেখতে জল হ'ল বলে। দেহের মাংস থাকে না থাকে হয়েছে। শেষে যে ফোগলা দাঁতে দু' একখানা হাড় চিবিয়ে ডাইনী জীবন ধন্য করবি, তাও হচ্ছেনা। সহচরের কথা ছেড়ে দে, তোর সহচরীরে আর একবার দেখা দিলেই—সে হজমিগুলি রূপের ঝাঁঝে আমি কায়মনোবাক্যে উপে যাব। শেষে তুইও হায় হায় করে মরবি, আমিও লজ্জায় মরে যাব।—ভাল কথা ডাইনীমাসী, তোর মেয়েটাকে একবার দেখতে পেলেম না?

জয়ন্তী। তাহ'লে একটু বস, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই রইলে যে।

প্রমোদ। যে কচি কচি ঘাস এনে দিয়েছি, তাই খুব খাচ্ছে; আর জাবর কাটছে, না? একবার যে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে তার সাবকাশ পাচ্ছেনা।

জয়ন্তী। আর দেখবে কি বাছা, সে বড় কুৎসিত। তুমি এমন সুন্দর, তোমার কাছে লজ্জায় আসতে পারছেনা।

প্রমোদ। ডাইনীর মেয়ের লজ্জা আছে?

জয়ন্তী। সে বড় লজ্জাশীলা।

প্রমোদ। আ সর্ব্বনাশ কবিরাজ দেখা কবিরাজ দেখা—ডাইনীর লজ্জা ভয়ানক রোগ—বাঁচিয়ে রাখা ভার হবে। শিগগির একটা পাচক ওষুধ খাইয়ে দিগে যা, যাতে লজ্জাটা হজম হয়ে যায়।

জয়ন্তী। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি তারে ধরে নিয়ে আসছি। কিন্তু পাছে বাছা তুমি তারে দেখে ঘেন্না কর—আমি মা, আমার যে প্রাণে ব্যথা লাগবে।

প্রমোদ। তবে কাজ নেই মাসি!—কি জানি আলগা প্রাণ, তোর মেয়ের মুখ দেখে যদি খুলে যায় তাহ'লে অনর্গল কতকগুলো কি বলে ফেলব—কি হয়ত প্রাণটা বেরিয়ে যাবে—না কাজ নেই, দিন কতক থাক থাক—আমার চুলকটা পাকা, আর দাঁত কটা পড়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর, ততদিনে আমি চিত্তসংযমটা শিক্ষা করে নিই!

জয়ন্তী। তবে আমি তাকে আসতে বারণ করে আসি।

প্রমোদ। আচ্ছা, আন আন, একবার চোক কাণ বুজে দেখে নিই। তার লজ্জা আছে, ঠিক জানিস ত?

জয়ন্তী। মিছে কথা কয়ে লাভ কি বাছা!

প্রমোদ। তবে আন। কি রকম লজ্জা বল দেখি, আমার মাথাটা খেতে একটু ইতস্তত করবে কি বলতে পারিস ?

জয়ন্তী। ভাল, আমি আগে আনি তারপর নিজেই দেখো !

[জয়ন্তীর প্রস্থান।

প্রমোদ। লজ্জাশীলা ! ডাইনীর মেয়ে লজ্জাশীলা ! না বাবা এ আমাকে না দেখিয়ে ছাড়লে না। লজ্জাটা এমনি জিনিষ—ডাইনী, তারেই যেন বোধ হচ্ছে একটা কি সুন্দর আবরণে ঘেরে রেখেছে। নারী যদি লজ্জাহীনা হ'ল তা সে অপ্সরা হ'ক না কেন, সে রাক্ষসীর আঁবুই-মা পুরুষের বাবা,—তার মাথায় মার ঝাড়ু ! তার চেয়ে লজ্জাশীলা কুৎসিতা কদাকারা ডাকিনী শতগুণে ভাল। তবে আয় ডাইনীর মেয়ে, তোরে আমি প্রাণ খুলে দেখব, বুক ধড়ধড় করে যদি মরেও যাই তবু তোরে দেখতে ছাড়ব না। ঐ আসছে নাকি ? ও বাবা—ঐ নাকি ! মা—না—ওটা ভূতের মূর্ত্তি না। আরে কেও সখা যে ? রঞ্জন—রঞ্জন !

রঞ্জন। এখনও বুঝতে পারলে না, আমি রঞ্জন নই—রঞ্জনের ভূত।

প্রমোদ। রঞ্জনের ভূত ! তবে কি রঞ্জন নেই ?

রঞ্জন। নেই,—সে তার নিষ্ঠুর সখার শোকে আত্মহারা হয়ে চারিধারে ঘুরছিল, পথে তারে ডাইনীতে খেয়েছে।

প্রমোদ। কি সর্ব্বনাশ, সখা আমার নেই ! না ভাই মিথ্যা কথা, ছলনা, আমার সখা আত্মহারা হবে ! মিথ্যা কথা,—তুই সখা ; সখা—সখা !

রঞ্জন। সখা নই—সখার ভূত।

প্রমোদ। তাহ'ক আয় তোরে আলিঙ্গন করি। সখার ভূত আর ত কার ভূত নস, শিগ্‌গির আয়—ওকি যাস যে ?

মুক্তি। ছি ছি আদর আর ধরেনা। উনি সথাকে পরিত্যাগ ক'রে তার ভূতকে আলিঙ্গন করবেন, আদর আর ধরেনা।

প্রমোদ। ও বাবা এ আবার কেরে! ওরে যাস্‌নি যাস্‌নি শোন ও সথা সথা ওরে সথার ভূত! ভাই তুই চলে গেলে আমার উপায় কি হবে?

রঞ্জন। আমারও যা উপায় তোমারও তাই। আমাকে একটা পেত্নী গছিয়ে দিয়েছে, তোমাকেও থাবে, আর একটা পেত্নী গছিয়ে দেবে।

প্রমোদ। চল্লি, একান্তই চল্লি? তবে দূর হয়ে যা। বলি আর একটা কথা শুনবি?

মুক্তি। না শুনবেনা, ও তোমার কথা শুনবে কেন? আবার ওকে মানুষ করতে চাও নাকি?

প্রমোদ। ওরে বাবারে, তুই কেরে?—দূরহ' দূরহ'। ওরে বাবা কি কদাকার মূর্ত্তিরে।—যা সথার ভূত তুইও দূর হয়ে যা। যে আত্মহারা হয়ে নিজের জীবন নষ্ট করে, সে আমার সথা নয়, পরম শত্রু—যা আর আমি তোরে মনে আনব না। নরাধম! সামান্য অপদার্থ আমার জন্য আত্মহত্যা করলি, সুন্দর জীবনটাকে ভূতের মুখে সঁপে দিলি! যা আর তোর নামও মুখে আনব না।—তা যাহ'ক এখন করি কি? সথার ভূত বলে অমনি অমনি ছেড়ে দিলে, কিছু বললে না। তার পর—এইবারে যথন আবাগের বেটা ভূত আসবে—সে যে ধরবে আর লপ্‌ ক'রে গালে দেবে। শুধু কি তাই—থাবে, আর একটা পেত্নী গছিয়ে দেবে।—ও বাবা ভাবতে গেলেই যে গন্ধ ছাড়েগো।

নেপথ্যে। ও ভূত কমনে গেলি?—ও ভূত!

প্রমোদ। না বাবা এইবারেই মাটী করেছে! একে শূন্য দশ, দশে শূন্য শ, শটকে সাঙ্গল হ'।

(ছদ্মবেশে গিরিবালিকাগণের প্রবেশ)

১ম, বা। ও ভূত কমনে গেলি?

প্রমোদ। ও বাবা এযে আবার বিষম বেয়াড়া রে!

২য়, বা। কইগো, ভূত কইগো—আমরা যে তার বিরহে মরিগো! (অগ্রসর)

প্রমোদ। এই—এই—আবার এগোয়!

২য়, বা। ওগো তুমি কেগো!

প্রমোদ। আমি তোমার বাবার বাবা তস্য বাবা বাবার চতুর্ব্বর্গ গো!

৩য়, বা। তবে কাছে যাব নাকিগো! (অগ্রসর)

প্রমোদ। দেখ্ বেটী পেত্নী, তামাসা করছিনা—স্ত্রীলোক ব'লে মানব না—কাছে এলেই এক ঘুষো।

৪র্থ, বা। ঘুষো? সেটা কিগো!

প্রমোদ। সেটা চিরেতার সন্দেশ গো!

সকলে। ওগো তবে আমরা খাবগো!

প্রমোদ। এই—এই—ছুঁসনি, ছুঁসনি।

সকলে। ওগো আমরা তোমাকে ধরব গো!

প্রমোদ। আয় তবে দেখি—তোদেরই একদিন কি আমারই একদিন। "অস্তি গোদাবরী তীরে জম্ভলা নাম রাক্ষসী।
তস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ বিশল্যা গর্ভিণী ভবেৎ॥"
জম্ভলা, জম্ভলা, জম্ভলা!

[প্রস্থান।

সকলে। ধর্ ধর্ ধর্।

[প্রস্থান।

(ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া পুনঃপ্রবেশ)

(গীত)

ভালবাসার নিদানে।
পালিয়ে যাওয়া বিধান বঁধু লেখা কোন খানে॥
মুখ চেয়ে সে বসে বসে বছর করে পার,
একটীবার দেখতে প্রিয়ার চাঁদমুখের বাহার,
মাথায় তার ঝড় বয়ে যায় (তবু) ঢেউ খেলে প্রাণে প্রাণে॥
হ'কগেনা সে চেরণদাঁতী, হ'কগেনা সে খাঁদা,
হ'কগেনা তার গলগণ্ড, হ'কগেনা পেটনাদা,
তবু প্রাণ হেঁকচ পেঁকচ তার টানে।
বঁধু শুধু বসতে শিখেছে, দাঁড়িয়ে ওঠা এক পা হাঁটা ভুলে গিয়েছে
মরণ সে তুচ্ছ করে ভয় কি আছে তার মনে॥

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

উপত্যকা।

প্রমোদকুমার।

প্রমোদ। বলি হাঁ উপত্যকা! এত সুন্দরী তুমি, তোমার প্রাণ এমন কেন? তোমার সুমুখে কুলকুল, কাণে সোণার দুল, মাথায় রূপোর চুল—তুমি পাথর কেন? তোমার মাথায়

উপর সোণার ফুল তোলা নীল চন্দ্রাতপ, তার বুকে ঐ সোণার চাঁদ, তার আশে পাশে সমীরসাগরে ভেসে ভেসে উধাও যাওয়া তুলার রাশ,—সুরধুনী রজত-তরঙ্গে নেচে নেচে সোণার কিরণে মাথামাখি—শৈলপাদমূলের প্রকৃতিসুন্দরী নীলাম্বরী— উপত্যকা তুই এত সুন্দর, তোর প্রাণে কোমলতা নাই কেন, বুকে আঁধার কেন? অতুল সৌন্দর্য্যময়ি! তোর কোলে আর্ত্তের আশ্রয় কই? তোর বুকে বাঘ, ঘাড়ে ভূত, তোর বিশাল কোলে নিশ্চিন্ত হয়ে মরি, এমন স্থান কই?

(নেপথ্যে গীত)

বসেছিল বঁধু তটিনীকুলে।
উদাস পরাণে সুনীল গগনে রেখেছিল দুটী নয়ন তুলে॥

প্রমোদ। আহা কেরে! এ চাঁদের কিরণে আবার গান মাথায় কেরে! আহা কি সুধাস্বর বর্ষণ! ঐ সুধা-তরঙ্গিণীর কুলে যাই, আর ভয় পাই কেন?

(নেপথ্যে পুনঃ সঙ্গীত)

আরে পেত্নী এমন গাইতে শিখলি কেন—গাইতেই শিখলি যদি ত পেত্নী হ'লি কেন?—আর যে থাকতে পারিনা গা। এযে আমাকে হড়হড় ক'রে টান্‌তে লাগল।

(প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ)

প্রমোদ। আরে মর্! বাতাসে গাইছে নাকিরে! ছুটো-ছুটী ক'রে গানের পিছন পিছন এলেম, কিন্তু কই কে কোথায়? আর দেখবই বা কারে? কাণের কাছে বোঁ বোঁ করছে, আর যেই ছাই চোখ মেলে দেখতে যাব, অমনি পেটের পিলে চমকে

যাবে। না—না—এবার তা বুঝি হবেনা। বলি ওগো! তোমরা কেগো! একবার ফেরনা—বলি, একবার মুখখানা কি দেখতে পাইনা। যে মুখে এমন মিষ্টি গান সে মুখ না জানি কেমন? বলি ভাই, একবার চাঁদমুখখানা দেখাও, আমার চোখ রাহু নয়রে ভাই, দেখলে ক্ষয়ে যাবেনা। (নেপথ্যে হাস্য) ও বাবা ও বাবা নাগো ফিরে কাজ নেই। হয়েছে হয়েছে। (নেপথ্যে পুনঃ হাস্য) ওরে বাবা! বুকের একখানা পাঁজরা খসে গেল যে, আরে ম'ল ঘুরে ঘুরে এ কোথায় এলেম! ঐ না সেই ডাইনী বেটীর বাড়ী! আরে গেল তাই ত—ঐযে সেই তড়াগ—ঐযে সেই অঙ্গুরলতার কুঞ্জ, ঐযে কুঙ্কুমের মাঠ! না বাবা মানুষের উপর রাগ ক'রে অনন্ত দুর্দ্দশা। মানুষ বিধাতার চমৎকার সৃষ্টি, তার উপর রাগ করা নয় ত বিধাতার অপমান করা। বিধাতা ঠাকুর, এই বারটায় মাপ কর বাবা—মানে মানে আমায় দেশে পাঠিয়ে দাও। অন্ততঃ তোমার খাতিরে না হয় এবার থেকে মানুষকে ভালবাসব। ও বাবা একখানা মুখ যে—ফের যে—আবার ফের যে! আরে বাপ্—এযে থান থান মুখ বেরুতে সুরু করলে! দেখ্ শালীরা—এবারে এমন দৌড় মেরে পালাব, যে দৌড় দেখে হেসে হেসে মরে যাবি। না হ'লনা—এরা বড়ই বাড়াবাড়ী করলে। তবে রোস শালীরা তোদের বুজরুকি ভাঙছি। (চক্ষুবন্ধন) নাও বাপ সকল! এবারে কত বিধুবদন দেখাবে দেখাও দেখি।

(শান্তি, মুক্তি ও সখীগণের প্রবেশ)

(গীত)

বসেছিল বঁধু তটিনীকূলে।
উদাস পরাণে সুনীল গগনে রেখেছিল দুটী নয়ন তুলে॥

শাখে শাখে পাখী ধরেছে গান,
প্রাণের বঁধুয়া করেছে মান,
সমীর লতায় বলে বলে যায়
সর সর বঁধু পড়িবে ঢলে ॥

না বাবা এইবারেই মাটী করেছে, ভূতে যা করতে পারলে না, কটা পেত্নীতে প'ড়ে তাই করলে। আমায় না ঢলিয়ে আর ছাড়লেনা! গানের ধাক্কায় মাথাটা যে বনবন করে ঘুরতে লাগল। হ'লনা—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছাড় খাওয়াটার বড় সুবিধে হবেনা। পেত্নী যখন চারে এসে ঘাই মারছেন, তখন ভূত নিশ্চয় অগম জলে আছেন। আছাড়টী যেমনি খাব, অমনি বেটারা খপ্ ক'রে এসে ঘাড়টী ধর্‌বে। উঁ হুঁ হ'লনা, বসি। (উপবেশন)

সখীগণ। কিগো নাগর চোখ খোলনা।

প্রমোদ। মাপ কর বাপধন, চোখ খুলতে হবেনা। কাপড় ছিঁড়ে চোখের পরদা কেটে তারা ফুঁড়ে তোমাদের রূপের গিট-কিরি ব্রহ্মরন্ধ্রে ঢুকছে, আমি বেশ দেখতে পাচ্চি।

মুক্তি। দেখতে পাচ্ছ? আচ্ছা আমায় দেখতে কেমন বল দেখি।

প্রমোদ। আহা চমৎকার চমৎকার!

মায়া করি মহামায়া হইলেন বুড়ী।
ডানি কক্ষে ভাঙা নড়ি বামকক্ষে ঝুড়ি ॥
ঝাকড় মাকড় চুল নাহি আদি সাদি।
হাত দিলে ধুলো উড়ে যেন কেয়া কাঁদি ॥

মুক্তি। কি বল্লে?

প্রমোদ। এই যে বল্লেম, তোমরা মহামায়ার জাত, তোমাদের রূপ ও বড় দেখে ঠাওর হয়না। এই কি রকম জানলে—এই মনে কর্‌না কেন—এই গণেশ ঠাকুরটী।

"গণেশং খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং"

কিন্তু বাবা এত কাণ্ডকারখানার পর হ'ল কিনা "সুন্দরং"—ও দেখে শুনে কোন শালা কখন বুঝতে পারেনি। যাও বাপধন সকল যাও, তোমরা সবাই সুন্দরী—বুড়ী, ছুঁড়ী, খেঁদী, কাণী, ঘোঁড়ামুখী সবাই সুন্দরী—যাও, হয়েছে ত আমায় ভয় দেখান কাজ সারা হ'ল, ঘরে যাও আমি দুদণ্ড হাঁপ ছেড়ে বাঁচি!

মুক্তি। হাঁগা! তুমি কি আমাদের সত্যি সত্যি দেখতে পাচ্ছ?

প্রমোদ। আরে ভাই চোখের মাথাই না হয় খেয়েছি—মনটা ত আছে, তোমাদের রূপ মনে একেবারে শেকড় গেড়ে বসেছে, এত চেষ্টা করছি কিছুতেই তুলতে পাচ্ছিনারে ভাই।

শান্তি। হাঁগা! তাহ'লে আমায় দেখতে কেমন বল দেখি?

প্রমোদ। আহা একি! কাণের ভেতর দিয়ে যে মিছরির চোটা ঢেলে দিলেরে! না বাবা! এইবারে শেষ, এতক্ষণ কোন রকমে প্রাণটা ধরে ধরে রাখছিলেম, এইবারেই দেখছি গুড়ের মাছি করলে।

শান্তি। কি ভাই চুপ করে রইলে যে, বল্লেনা?

প্রমোদ। কি বল্লে?

শান্তি। আমি কেমন দেখতে ভাই?

প্রমোদ বা বা তুমি যে আরও বেশ গো! তোমার পটল-চেরা চোখ, পানপানা মুখ, রাঙা রাঙা ঠোঁট, গালভরা হাসি, গলা-ভরা কাশি—অতি সুন্দর।

মুক্তি। দেখ ভাই তুমি ঠিক বলেছ, এ অতি সুন্দর, এমন সুন্দর ভুবনে আর নাই। তুমি ওকে বে করবে?

প্রমোদ। ওয়াক—

মুক্তি। ওকি গো! উকি তোল কেন?

প্রমোদ। ও কিছু নয়, বালক কাল থেকে হঠযোগটা অভ্যাস করেছি জানলে? তাইতে পেটের নাড়ী উগরে সময়ে সময়ে ধৌতি ক্রিয়া করতে হয়, উকি তোলা তার একটা প্রক্রিয়া। দেখ ভাই আগে-কথা-কওয়া সুন্দরি, তুমি রাগ ক'র না।

শান্তি। রাগ কার উপর করব ভাই, আর করেই বা কি লাভ ভাই।

প্রমোদ। দেখ্ ভাই পেত্নী, তামাসা করছিনা, তোর কথা-গুলি বড় মিষ্টি।

মুক্তি। বল কি, আমার চেয়ে?

প্রমোদ। আরে ভাই তোমার ও ত সাধা গলা। তবে কি জান ভাই, তোমার ও গলার মর্ম্ম কালোয়াত না হ'লে ভাল বুঝতে পারবে না। আমার হয়েছে কি জান, সঙ্গীত শাস্ত্রটা ভাল জানা নেই, তাই তোমার ঐ বাজখাঁই শুনলে পাঁচজনের দেখাদেখি বাহবা দিতে হয়।

মুক্তি। দেখ সাবধান হয়ে কথা ব'ল। জান তুমি কোথায় আছ?

প্রমোদ। হাঁগা পেত্নী ঠানদি, আমি তাহ'লে এখনও আছি? কইগো, তুমি কোথা গেলে? আমি যে তোমার একটা আধটা কথা শুনব বলে এখনও আছি।

১ম বা। কার কথা বলছ গা?

প্রমোদ। এই যে একটু আগে কইলে।

২য় বা। কিগা, আমার কথা বলছ?

প্রমোদ। তোমার কথা ত আগে বলা উচিত, কিন্তু কি করব ভাই, এখন ত কোনমতেই পারলেম না।

৩য় বা। তবে কি আমার কথা?

প্রমোদ। কি ভাগ্যি করে এসেছি যে তোমার কথা আগে কইব;

৪র্থ বা। তা হ'লে নিশ্চয় আমার কথা।

৫ম বা। কখন নয়, আমার।

৬ষ্ঠ বা। হাঁ ওর বইকি, আমার—কেমন নয়গা?

প্রমোদ। আরে ম'ল, এ ত ভারী জ্বালাতন করলে—কইগো তুমি কোথা? তোমার জন্যে যে পাঁচজনে পাঁচ কথা শুনিয়ে দিলে।

শান্তি। কি ভাই, আমার কথা বলছ?

প্রমোদ। হাঁ ভাই!—আহা ভাই তুই কি গলাই পেয়েছিস? কিন্তু হ'লে কি হবে ভাই—

মুক্তি। কেন ভাই তোমার কি মন কেমন করছে।

প্রমোদ। তুই থাম্ আর জ্যাটাম করিসনি; হাঁ ভাই মিষ্টি-কথা, তুই কত বয়সে মরেছিলি?

মুক্তি। এই যেটের কোলে নিরেনব্বুইএ পা না দিতে দিতে পোড়া যমের বুক অমনি চড়চড়িয়ে উঠল, একশ পোঁছুতে দিলেনা।

প্রমোদ। আহাহা বল্লে কি! দাঁত কটা উঠতে সময় দিলেনা, একেবারে নাবালক অবস্থাতেই মেরে ফেল্লে? পেত্নী ঠানদি, তুমি কোন্ রাগ ক'রে যমের মাথাটা চিবিয়ে খেয়েছিলে, তোমার সে সময় ত বড় বড় দাঁত ছিল।

মুক্তি। কি! আমাকে এমন কথা, এতবড় আস্পর্দ্ধা!

প্রমোদ। আস্পর্দ্ধা যে তোমরাই বাড়িয়ে দিলে ধনমণি! পেটে পূরলে এতক্ষণ আমি কোন্‌কালে কোন্ রাজার ঘরে জন্মাতেম, কত সমারোহ হ'ত, কত গরীব দুঃখী অন্ন পেত। তা ত আর করতে দিলেনা। কেবল কাণার উপর চোখ রাঙিয়ে তোমরাও চোখের মাথা খেলে, আমাকেও ষাঁড়ের গোবর ক'রে রেখে দিলে। কি বলগো মিষ্টিকথা, আবার চুপ করলে কেন?

শান্তি। আমি আর কি বলব ভাই!

প্রমোদ। না হয় বারকতক 'কি বলব' 'কি বলব'ই বলনা ভাই! এ প্রেমের চোল-কপাটী খেলায় আপ দাও কেন?

মুক্তি। দেখ ভাই তুমি নিজ মুখেই স্বীকার কল্লে, এ আমাদের প্রেমের খেলা। আমরাও একথা স্বীকার ক'রে নিলেম। এখন তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

প্রমোদ। সেধো ভাত খাবি, না হাত ধোব কোথা। বুঝেছ ঠানদি, আমার প্রাণটা অনেকক্ষণ থেকেই যাব যাব করছে, তবে নাকি এটা টিকটিকির প্রাণ, তাই যেতে যেতে যাচ্ছেনা, ল্যাজে খেলছে।

মুক্তি। নাও চল, আমি আর তোমার জন্য সময় নষ্ট করতে পারিনা। (সাঁড়াশী দিয়া হস্তধারণ)

প্রমোদ। ও বাবা, সহসা আমার হাতে এটা কিসের আবির্ভাব হ'ল!

মুক্তি। এটা আমার হাতকে মিনসে।

প্রমোদ। বা—বা কি নরম কি নরম! তা এমন তুলতুলে হাতটী কোথায় পেলে ঠানদি!

মুক্তি। বিধাতা দিয়েছে, হাত আবার কে দেয়।

প্রমোদ। বিধাতা যখন এই হাতখানা গড়েছিল, তখন যদি ভাই তার গালে একটা ঠোনা মারতিস, তাহ'লে সে বেটা এমন সুন্দরী সৃষ্টির বেয়াদবি করত না। উঃ ছেড়েদে ছেড়েদে বড় সুড়সুড়ি লাগছে।

শান্তি। হাঁ ভাই, আমাদের সঙ্গে চলনা।

প্রমোদ। যাব ভাই তবে এখনও আমার কাঁচা বয়েস, আর সংসারের কোন কাজ করতে পারিনি।

মুক্তি। বটে, কেবল তামাসা! নাও ওঠ।

প্রমোদ। হাঁ হাঁ করিস কি করিস কি, ছাড়, ওরে চোখ বাঁধা, হোঁচট খেয়ে ঘাড়ে পড়ব। আরে, আরে, তোর এ কোমল হাতে ব্যথা লাগবে বলি ও লোহার চাঁদ ছাড়্ ও ইস্পাতের চাঁদ!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উপবন।

রঞ্জন ও জয়ন্তীর প্রবেশ।

জয়ন্তী। কিগো বাবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কচ্ছ কি?

রঞ্জন। হাঁ মা, সখাকে আমার আর কষ্ট দিচ্ছ কেন?

জয়ন্তী। দেখ বাপ রঞ্জন, পরোপকারার্থে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছি, আর পরের ভার বহন করতে ব'লে মনে করেছিলেম

তোমার সখা মানুষ। বড় ভুল বুঝেছি বাপ বড় ভুল বুঝেছি; দেখলেম তোমার সখার মনুষ্যত্ব নাই। রঞ্জন, বাপধন! কেবল পণ্ডশ্রম হ'ল, আর বুঝি শান্তিকে পাত্রস্থা করতে পারলেম না।

রঞ্জন। সেকি মা! আমার সখা যে দেবতা। পথিক মরু-ভূমে সখার কৃপায় জল পায়, পথভ্রান্ত গভীর নিশীথে স্থল পায়। দুর্ভিক্ষে সখা অন্ন, অনাবৃষ্টিতে জল, অতিবৃষ্টিতে স্থল; সখা পুত্র-শোকাতুরের পুত্র, পিতৃহারার পিতা, অনাথের নাথ, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। পরের জন্য রাজ্য ঐশ্বর্য্য মান সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে সখা বনে এল, এমন সখা মনুষ্যত্বহীন, বলকি মা?

জয়ন্তী। তোমার সখা জীবকে ঘৃণা করে। জীবের উপর, বিশেষতঃ মানুষের উপর যার ঘৃণা সে কি মানুষ?

রঞ্জন। মানুষে অনিষ্ট ক'রে তার উপকারের পুরস্কার দিয়েছে।

জয়ন্তী। ঘৃণাই যদি করবে, তবে তাকে মানুষের উপকার কে করতে বলেছিল। এ সংসারে সকলেই কি পরের সাহায্য পায়। কতলোক যে তোমার আমার অসাক্ষাতে নিত্য কত মহা মহাবিপদে পড়ছে, তুমি আমি তাদের কি করছি? শেষে ঘৃণা করব বলেই কি খুঁজে খুঁজে লোকের উপকার করে আসব।

রঞ্জন। এটা দোষ বটে। তুমি দেবী, তুমি সখাকে যে চক্ষে ইচ্ছা দেখতে পার। আমি মানুষ, আমি কেন মা চাঁদের কোথা একটু কলঙ্ক আছে দেখতে সারারাত জেগে চাঁদ দেখার সুখ নষ্ট করব!

জয়ন্তী। তোমার সখার শতেক দোষ একটা কি; তোমার সখা পরোপকার প্রত্যাশী, ঘোর স্বার্থপর। মানুষে তাকে ভক্তি করবে শ্রদ্ধা করবে, মুক্তকণ্ঠে দশজনের কাছে সুখ্যাতি

করবে, অসময়ে উল্টে তাকে সাহায্য করবে—এই সব ভেবে না তোমার সখা লোকের উপকার করেছে!

রঞ্জন। না মা! তুমি যত ভাবছ, সখা তত স্বার্থপর নয়।

জয়ন্তী। তবে সে বনে এল কেন? বলি তোমার সখা যেদিন হ'তে লোকালয় ত্যাগ করেছে, সেদিন হ'তে কি দেশ থেকে দারিদ্র্য রোগ শোক বিপদ, সব উঠে গেছে? আর কি ছেলের মা বাপ মরেনা, আর কি কুলবধূ অভিভাবকহীনা উদরান্নের জন্য পথের ভিখারিণী হয়না? সকল পথিক কি বিদেশে গেলেই স্থান পায়? সকল রোগীই কি ঔষধ পায়? আর কি কারও অভাব নেই? দেশে রোগ, শোক, দুর্ভিক্ষ সকলই ত আছে, কিন্তু তোমার সখা কই?

রঞ্জন। এখন যে সখার আর কিছু নেই, কি দিয়ে লোকের উপকার করবে?

জয়ন্তী। অর্থ নেই, তোমার সখার দেহ আছে। কেন, যা আছে তাতে কি মানুষের কাজ হয়না? দেহে কি একটা জল-মগ্নেরও প্রাণরক্ষা হয়না, একটা ভূপতিত বালকও ওঠেনা? নেই কি, তোমার সখার সব আছে কেবল ইচ্ছা নেই—উপকারের শক্তি আছে, প্রাণ নেই।

(প্রমোদকে লইয়া মুক্তির প্রবেশ)

আর একটা মহৎদোষ, তোমার সখা উপকার ক'রে না বলে থাকতে পারেনা।

মুক্তি। চলতে চলতে আবার থমকে দাঁড়ালে কেন?

প্রমোদ। চুপ করনা—চেঁচাও কেন?

মুক্তি। আমি কি তোমার

প্রমোদ। আবার?

মুক্তি। তুমি কি আমাকে চাকরাণী—

প্রমোদ। আবার—চেঁচাও কেন? কথা কইবে, মনে মনে কওনা।

জয়ন্তী। পথে আসতে আসতে "বেটী তোর এত করলেম, বেটী তোর এত করলেম" বলে সমস্ত পথটা ধমকেছে। কি বলব বাবা, তোমার সখা, আর তুমি নাকি বড় ভাল ছেলে, তাই তারে কিছু বল্লেম না, নইলে এই পুকুরের পাঁকে তারে পুঁতে রেখে দিতেম।

প্রমোদ। নে পেত্নী আমায় ফিরিয়ে নিয়ে চল।

জয়ন্তী। কিগো বাছা, আসছ?

প্রমোদ। আর বাছাবাছি কাজ কি—এই না আমাকে পাঁকে পুঁতে রাখছিলি? দে বেটী চোখ খুলে দে আমি চলে যাই। ওরে সখার ভূত আমার সঙ্গে যাস যদি আয়। আমি তোকে একটা ঝাঁকড়া বেলগাছ দেব; তোর পেত্নী থাকে ত সঙ্গে নে, আমি তাকে ভাল দেখে একটা পাঁদাড় দেব।

মুক্তি। ওগো সে কোথায় গো!

প্রমোদ। তুই সখার পেত্নী?

মুক্তি। তোমার সখার ভূত আমাকে ঐ কথাই ত বলে।

প্রমোদ। বটে? তাইত ভাবছি তোকে গালাগাল দিতে আমার এত আমোদ হচ্ছিল কেন। তুই আমার সখার পেত্নী? তবে চল আমার সঙ্গে চল, চল এ ডাইনী বেটীর বাড়ী থাকিসনি।

জয়ন্তী। কেন বাছা, হঠাৎ এমন রাগ হ'ল কেন?

প্রমোদ। রাগ হবে না! সখার ভূতের কাছে আমার নিন্দে করছিস, রাগ হবে না। বেটী তোর এত করলেম তা আবার বলছিস কি? উপকার করিনি? উপকার ত করেইছি—একটা হাতীর বোঝা ঘাড়ে করেছি। সমস্তদিন পথের ধারে বসে মানুষ মানুষ করে চেঁচিয়ে মলি, কই কোন বেটা এল? বেটীর মেয়ের ফাঁড় বোজাতে এককাঁড়ি ঘাস আনলেম এখন নিন্দে করা হচ্ছে!

রঞ্জন। বলি হাঁ সখা, তুমি যে লোকের উপকার কর, সেটা তোমার মনে থাকে?

প্রমোদ। বিলক্ষণ মনে থাকে। থাকে বলে থাকে! পেত্নী সখি, তোরে আর কি বলব, সেগুলো আবার লোকের আচরণে বুকে উঠে কামড়ায়।

রঞ্জন। হাঁ রঞ্জনের সখা, তুমি সেগুলো ভুলতে পারনা?

প্রমোদ। তুমি যে সখার ভূত এতদিন পরে তা বিশ্বাস হ'ল।

রঞ্জন। কেন, ভুলতে চেষ্টা করলে কি ভোলা যায়না?

প্রমোদ। আরে পাগলা ভূত, আমি নিজেই যদি ভুলতে পারব, তাহ'লে চোরের উপর রাগ ক'রে ভূঁয়ে ভাত খাব কেন? তাহ'লে দেশের মানুষ দেশে থাকতেম, মানুষের জন্য যে দেহ ধারণ সে দেহ মানুষের কাজেই লাগিয়ে রাখতেম, দস্যু চোর নরঘাতক সবার দাসত্ব করতেম। আমার কি করলে না করলে দেখতেম? কি বলিস ডাইনি মাসি! মনে মনে উপকার জ্ঞান যদি নাই হবে, তাহ'লে তোর ঘরে এসে আমার এত লাঞ্ছনা! বোঝা ঘাড়ে করিয়ে এনে কি পুরস্কার দিলি? নিষ্ঠুরতায় মানুষকে হারালি, পাহাড়ে তুল্লি, এত বড়—এত বড় হাঁ দেখালি,

এমন এমন দাঁত দেখালি, এই উটের কুঁজের মতন নাক, এই ভাঁটার মতন চোখ, এই জালার মতন পেট, বাকী রাখলি কি? যেমন আসা অমনি মুহূর্ত্তের জন্য না দাঁড়িয়ে যদি এ স্থান ত্যাগ করে চলে যেতেম, তাহ'লে এ অতিথি সৎকার কেমন করে করতিস রাক্ষসি! কিরে বেটী বাকরোধ হয়ে গেল নাকি।

জয়ন্তী। সমস্যার কথা বটে।

প্রমোদ। কেন, সমস্যা কেন? তুই বেটী অঘটন ঘটাতে পারিস, ভূত নাচাতে পারিস, আর আমাকে ভুলিয়ে দিতে পারিসনা। দেনা বেটী আমাকে ভুলিয়ে। আমি মানুষের উপকার করি, আমার মনে হয় কেন? আমি তার দাস—ঋণী, এ জ্ঞান আমার হয়না কেন? ডাইনি মাসি ভুলিয়ে দে, খাবার সময় মানুষের সঙ্গে তার স্মৃতি তোর উদরসাগরে ডুবিয়ে দে। ইচ্ছা ক'রে পুত্রশোক কোন্ বেটা মনে রাখতে চায় বেটী? আমার কি সাধ আমি পথে পথে বেড়াই। আমার সকল ছিল—চারিধারে সোণার রাজত্ব ছিল, আশে পাশে আত্মীয় ছিল, বুকে সখা ছিল, সে সব ফেলে কেন আমি পথে পথে, বনে বনে, প্রান্তরে প্রান্তরে, তোর এই ডাইনীর ঘরে চোখ-বাঁধা বলদের মত নিষ্ফল পরিশ্রমে ঘুরে বেড়াই। দে বেটী দে; আবার উপকারের কথা স্মরণ করিয়ে বলি, দে বেটী দে; তোর ঘাসের বোঝা বয়ে এনেছি, হাত ধরে তোরে পাহাড়ে তুলেছি, আবার বোঝা বইব, তোর দাসত্ব করব, দে বেটী দে আমায় ভুলিয়ে দে।

জয়ন্তী। ভাল নিয়ে আয় দেখি বাছাকে, দেখি ভুলুতে পারি কি না।

প্রমোদ। রহস্য করছি না, আমি তোর পাগলা ছেলে, আমার একটা গতি কর। আমার একটা উপায় না হ'লে এই যেমন আছি তেমনি রইলেম, আর চোখ খুলে চারিদিকে দুরাশার বিভীষিকা দেখব না।

জয়ন্তী। তবে এস, আমার সঙ্গে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

ভাগীরথী-তীরস্থ প্রমোদ-কানন।

শান্তি ও সখীগণ।

(গীত)

ফুটেছে পারুল চাঁপা চামেলি জাতি।
ফুটেছে গোলাপ বেলা যুঁথি মালতি॥
আজিকে ফুলের সনে, পাতিয়ে সই ফিরি বনে,
ফুলের সনে আপন মনে যাপিব রাতি॥
সে ত সই চায়না কারো প্রাণ,
সবাই হেসে প্রাণ ঢালে সে চায়না প্রতিদান,
তারে না ক'রে সাথী, সে ফুলে মালা গাঁথি
ছিছি গো আমোদে মাতি :—
য'দিন রয় রাখতে সুখে, রাখব ফুল লতার বুকে
নয়নে নয়নে করি প্রেমের আরতি॥

(জনৈক সখীর প্রবেশ)

সখী। ও ভাই, এখানে তোরা কোন্ ঠাকুরের আরতি করছিস ?

শান্তি। ঠাকুর আবার কোন্ কি, ঠাকুর ত এক।

সখী। তা ত বুঝেছি; কিন্তু ঠাকুর পালায় যে—ঠাকুর লে আমি পেত্নী পুরুতনীর পূজা খাবনা।

শান্তি। (সহাস্যে) হাঁ ভাই সত্যি!—আমার পূজা াবেনা, পালাবে? হাঁ ভাই, সর্ব্বব্যাপী ঠাকুর, চৌদ্দভুবনে ার বিরাট অঙ্গ কুলিয়ে ওঠেনা, সে কোথায় পালিয়ে যাবে লতে পারিস। পৃথিবীর নদী সাগরে যায়, সাগর কোথায় যায়? ামার ঠাকুরের কি পালাবার যো আছে, সে আপনার জালে াপনি বাঁধা।

সখী। তামাসা করছি না, সত্যি কথা। ঠাকুরটী মানুষের । করেছে ভুলতে মার কাছে ওষুধ চেয়েছিল। মা যা ওষুধ ্যবস্থা করেছিল, বুঝতেই ত পেরেছ। ঠাকুরটী ওষুধের কথা শুনেই াকে কাপড় দিয়ে বল্লেন, থাক আর কাজ নেই, যেমন আছি তমনি ভাল ও ওষুধ আমার পেটে তলাবে না। এই কথা বলেই চাখ-বাঁধা অবস্থাতেই ছুট।

শান্তি। সর্ব্বনাশ! পড়ে গেলেন না ত?

সখী। চতুর্দ্দশভুবনব্যাপী ঠাকুর আবার পড়ে যাবে কোথায় গই?

শান্তি। সত্যি তারপর কি হ'ল বল্ ভাই।

সখী। সেই অবস্থাতেই ছুট—

শান্তি। তা ত শুনলেম, তারপর কি?

সখী। তারপর আবার ছুট—কেবল ছুট—ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট—উঠতে পড়তে ছুট—

শান্তি। তোর পায়ে পড়ি বল ভাই, তারপর কি হ'ল।

সখী। তারপর কি হ'ল আমিও বড় বুঝতে পারলেম না। রঞ্জন কাঁদতে লাগল, মুক্তি আঁচল দিয়ে তার চোক মুছিয়ে দিতে লাগল, মা আর একটা মানুষ খুঁজতে চলে গেলেন। কি সখি, তুমিও যে চল্লে, মানুষ খুঁজতে নাকি?

শান্তি। মানুষ কি পৃথিবীতে আছে? যমকে খুঁজতে।

সখী। তবে দাঁড়াও ভাই, আমিও যাব; আমারও সংসারের ব্যাপার দেখে ঘেন্না ধরে গেছে।

[সকলের প্রস্থান।

(প্রমোদকুমারকে লইয়া মুক্তির প্রবেশ)

প্রমোদ। এত বড় আস্পর্দ্ধা, বলে মেয়ে বে কর!

মুক্তি। তাইত, মার ঐটে বড় অন্যায়। দেখ ভাই আমরা মাকে কত বুঝিয়েছি, যে মেয়ে ভূতে বে করতে চায়না, সে মেয়ে কি মানুষ বে করে? কিছুতেই শুনবে না, কেবল মানুষ মানুষ করে হেদিয়ে মরবে। তুমি বেশ করেছ, তুমি যে আর বেটীর সঙ্গে কথা না করে মুখ ফিরিয়ে চলে এসেছ, তাতে বেটী জব্দ হয়েছে। এখন কতক কতক বুঝেছে, যে সে মেয়ে কেউ নেবেনা। দেখলে না, আর একটী কথা কইতে পারলে না।

প্রমোদ। কথা কইতে পারলে না, প্রাণে বিষম আঘাত লাগল কি না। মা কি আর সন্তানকে কুৎসিত দেখে? আচ্ছা সখি, মেয়েটা কি বড় কুৎসিত?

মুক্তি। এমন কুৎসিত কেউ কখন দেখেনি। আমরা পেত্নী, আমাদের উপর সে আবার পাল্লা-মারা পেত্নী।

প্রমোদ। বোঝ দেখি ভাই, তারে আমি কেমন করে বে করি, আমার চেহারাখানা দেখছিস ত।

মুক্তি। দেখছিনা? খুব দেখছি, দেখে দেখে সাধ মেটেনা, দেখছিনা?

প্রমোদ। বোঝ দেখি ভাই।

মুক্তি। বেশ করেছ আমরা খুব খুসি হয়েছি। দেখ ভাই সত্যি কথা বলতে কি, আমরা কেউ সে মেয়েটাকে দু'চক্ষে দেখতে পারিনা। তুমি যেদিন থেকে এসেছ, সেইদিন থেকে অহঙ্কারে মাটীতে তার পা পড়ছিল না। আমি তার চেয়ে কিছু কম নয়, আমার সঙ্গেও নাক তুলে কথা। বেশ করেছ ভাই, তার যে তেজ ভেঙেছ আমাদের ভারী আনন্দ হয়েছে। মা যখন তোমাকে মেয়ে দেবার প্রস্তাব করলেন তখন সে আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখছিল।

প্রমোদ। দেখছিল? বলিস কি, পেত্নী সেখানে ছিল?

মুক্তি। হাঁ করে দেখছিল—নড়ন চড়ন ছিলনা। যেমনি শুনলে যে তুমি তারে নেবে না, অমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বসে পড়ল।

প্রমোদ। বসে পড়ল!

মুক্তি। অভিমানে আঘাত লাগল কি না, বসে পড়ল। চোখ দেখতে দেখতে জলে ভরে গেল। অধোবদনে বসে নখ দিয়ে মাটী তুলতে তুলতে অভিমানিনী কাঁদতে লাগল,—নীরব নিস্পন্দ, গলগল করে চক্ষের জল তার বুক ভাসিয়ে দিলে!

প্রমোদ। পেত্নীর চক্ষে জল আছে?

মুক্তি। সেকি সখা, তুমি জ্ঞানী হয়ে এমন কথা কইলে? পেত্নী হাসতে জানে, কথা কয়, সুখ দুঃখের মর্ম্ম বোঝে, আর কাঁদতে জানেনা? জল—জল—সরোবরে কত জল, নদীতে কত জল? পেত্নী চক্ষে সাগর বেঁধে আজীবন সংসারচক্রে ঘুরছে। পেত্নী কাঁদে, সে ক্রন্দনে সহস্র সহস্র তীব্রগতি স্রোতস্বিনীর সৃষ্টি হয়।

প্রমোদ। না, মানুষের উপর রাগ ক'রে কি কাল হিমালয়েই পদার্পণ করেছিলেম—ডাইনী বেটী আমার সর্ব্বনাশ করলে।

মুক্তি। কি ভাই, মাথা গোঁজ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? আর একটু চলনা, তোমায় গণ্ডী পার করে আসি।

প্রমোদ। সর্ব্বনাশই বা কেন? ডাইনী যদি উন্মত্তা হয়, আমিও কি তাদের সঙ্গে উন্মত্ত হব! চাতক মেঘ দেখে কাঁদে, বালক চাঁদ ধরতে পারেনা বলে কাঁদে, আমিও কি তাদের দেখাদেখি কাঁদব! না না সে কাজ আমি করবনা।

মুক্তি। বলি কিগো এমনি করে দাঁড়িয়ে থাকবে?

প্রমোদ। পেত্নী বে করব? যা কেউ কখন করেনি তাই করব?

মুক্তি। বলি যাবে কি না যাবে বল।

প্রমোদ। ঝরঝর করে জল ঝরছে—পা ছড়িয়ে আকাশ পানে চেয়ে আছে, সখীরা চারিধারে নীরব,—কারও মুখে কথা নাই, সান্ত্বনা দেবার শক্তি নাই! আরে পেত্নী, তুই কাঁদলি? শোক-তরঙ্গ-তাড়িত সংসার ত্যাগ ক'রে হতভাগিনী মরণের পরও বিষাদিনী? শোক বুকে ধরলি, কাঁদলি? যার হস্তে নিস্তার পাবার জন্য লোকে মরণ কামনা করে, মরণের পরও ছাই তাই—সেই অশান্তি, সেই তীব্র জীবনযন্ত্রণা?

মুক্তি। না বাপু এমন মজার লোক ত কখন দেখিনি। বলি লাঠী ধরবে ত ধর—আমি কি এমনি ক'রে দাঁড়িয়ে থাকব ?

প্রমোদ। যা দূরহ—তোর সঙ্গে আমি যাবনা—

মুক্তি। তাই বল, তবে মিছিমিছি দাঁড় করিয়ে রাখছিলে কেন ?

প্রমোদ। হাঁ ভাই, তুই দয়া করে আমার মাথায় সজোরে একটা লাঠী মারতে পারিস ?

মুক্তি। না ভাই তা পারব না, আমি বড় নিষ্ঠুর, আমি দয়া করতে পারবনা।

প্রমোদ। সে কাঁদছিল তুই ঠিক দেখেছিস ?

মুক্তি। দেখেছি, কিন্তু তোমার তাতে কি ?

প্রমোদ। আমার কি ? সর্ব্বনাশ ! দেখ ভাই আমার মাথায় লাঠী মার, আমি অপঘাতে মরি, ভূত হই, জীবন্তে পাল্লেম না, প্রাণ থাকতে পারবনা—আপাততঃ আমায় একটু জল দিতে পারিস বড় পিপাসা—

মুক্তি। সুমুখেই মা সুরধুনী, তার জল খাবে ?

প্রমোদ। সুরধুনী ? কই সুরধুনী ?

মুক্তি। চোখ খুলে দেব ?

প্রমোদ। না—আর নয়, আর আমি দেখবনা—আমার দর্শনের সাধ মিটেছে, সুরধুনীর কাছে আমায় নিয়ে চল।

মুক্তি। এস। (অগ্রসর)

প্রমোদ। তুই লাঠী মারতে পারবিনি ?

মুক্তি। না পারব না—নাও লাঠী ছাড় আঁজলা পূরে জল খাও। ষাটহাজার সগর-সন্তানের শোকে অধীরা, বিষ্ণুপাদ-

মূলস্থা একটা পেত্নীর নয়নজলে এই সর্ব্বনাশী জন্মেছিল, এই জল খাও, এ জলে সকল জ্বালা নিবারণ হবে।

প্রমোদ। দেখ পেত্নী আমায় তোরা ক্ষমা কর, আমি পাল্লেম না, আমি জীবন্তে তাই করতে পাল্লেম না, তাই আমার এ যন্ত্রণা, এই হৃদয়ভেদী তৃষ্ণা, মৃত্যু পিপাসা। মা জাহ্নবি! আমার এ তৃষ্ণা নিবারণ কর। আমি হতভাগা, মন বুঝতে পারলেম না। বিষ্ণুপাদোদ্ভবে পতিতপাবনি! আমি মুক্তি চাইনা। ভক্তবৎসলে! তোর এই পবিত্র সলিল স্পর্শের ফল একদণ্ডের জন্য লুকিয়ে রাখ, আমি মুক্তির ভিখারী নই।

মুক্তি। ওগো ওকি বলছ? ও সখা—সখা—

প্রমোদ। আমায় আত্মহত্যার ফল দে, প্রেত কর, জীবন্তে পেত্নী বিবাহ করতে পারলেম না—আমায় প্রেত কর—

মুক্তি। ও সখা—সখা—ওকি বলছ, না ভাই তুমি ফিরে এস, এস তোমায় শান্তি দিই।

প্রমোদ। শান্তি, শান্তি, কই শান্তি, কোথা শান্তি! গঙ্গে গঙ্গে! আত্মহত্যায় যদি শান্তি থাকে, তাই দে, মুক্তি চাইনা, শান্তি দে, জাহ্নবি, জাহ্নবি! (নদীতে পতন)

(রঞ্জনের প্রবেশ)

রঞ্জন। কি হ'ল, কি হ'ল, সখা আমার চেঁচিয়ে উঠল, তারপর কি হ'ল?

মুক্তি। ঝুপ করে একটা শব্দ হ'ল।

রঞ্জন। শব্দ হ'ল কি!

মুক্তি। পড়ে গেল, তোমার সখা নদীগর্ভে পড়ে গেল, তাই

শব্দ হ'ল। পেত্নীর সঙ্গে তার মিল হবে, তাড়কা রাক্ষসীর মুখ দেখ্লে মজবে, ভুবনমোহিনী সুন্দরী দেখা সইবে কেন? দেখবার সময় হয়েছে, আর পড়েছে।

রঞ্জন। তারপর?

মুক্তি। তারপর? পড়েছে, ডুবে গেছে। শেষে সাগরে গিয়ে উঠবে, সেখানে তরঙ্গে তরঙ্গে নাচবে, প্রেম করার মজাটা টের পাবে। নাও চল, লীলা সাঙ্গ হ'ল, আর কেন, ঘরে চল।

রঞ্জন। কি বল্লি?

মুক্তি। এই যে বল্লেম, পরের কথা ভেবে আর কি হবে, কোন উপকার ত হবেনা! চল আমরা ঘরে যাই।

রঞ্জন। সর্ব্বনাশি, নরহত্যা করবার জন্যই কি তোরা প্রেম করিস?

মুক্তি। তবে আর কিসের জন্য করে? মানুষের মনুষ্যত্ব লোপ করতেই ত প্রেমের স্থষ্টি। শুধু সখাটী আর তুমি থাকতে তাহ'লে সে পড়ে গেল দেখে, তুমি মজা করে আমাকে তিরস্কার করতে পারতে, অমনি না সখার সঙ্গে ঝাঁপ খেতে? আমি প্রেম করেছি বলে ত পারলে না। রাধাকৃষ্ণের প্রেমকথা নিয়ে মানুষের হৃদয়ে আনন্দ ধরেনা, কিন্তু গরীব আয়ানের জন্য কখন কি কাউকে এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলতে দেখেছ? মানুষ যেদিন প্রেম চিনেছে, সেইদিনেই তার মনুষ্যত্ব ঘুচেছে।

রঞ্জন। তুমি কি মনে কর, আমি সখার জন্য প্রাণবিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত?

মুক্তি। প্রেম বিসর্জ্জনের তুলনায় প্রাণবিসর্জ্জন অতি তুচ্ছ। সখার জন্য প্রাণ দিতে কাতর নও, কিন্তু তার জন্য আমাকেত

ত্যাগ করতে পারলে না। তা যদি পারতে, তাহ'লে তোমার বীরত্ব মনুষ্যত্ব সব বোঝা যেত। প্রাণ দিলে যদি প্রজারঞ্জন হ'ত, তাহ'লে কি রঘুরাজ পতিপ্রাণা গর্ভবতী রঘুকুললক্ষ্মীকে জন্মের মতন বনে দেন? প্রাণ দেওয়া যায়—প্রেম দেওয়া যায়না। শুধু ভগবান রাজীবলোচন দিয়েছিলেন, মানুষে কি পারে?

(জয়ন্তীর প্রবেশ)

জয়ন্তী। কিগো তোরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করছিস কি? চল না---বাছা যে জল থেকে উঠে শীতে হিহি করছে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

উদ্যান।

প্রমোদ।

প্রমোদ। সুরধুনি, তুই শাঁকচুন্নী—পেত্নীর অধম। প্রেত করতে পারবিনা ব'লে, আমাকে তরঙ্গ-করে কোল থেকে ঠেলে দিলি! মুক্তি ভিন্ন যখন অন্য কিছু দেবার তোর শক্তি নাই, তখন তোর মুখে ছাই। আর তোরে কি বলব হিমাচল, অগ্নিগর্ভ তুষারচূড়—তুই কপটের শিরোমণি! প্রাণসমা-নন্দিনী প্রকৃতিরাণীকে অম্লানবদনে ভূতেশ্বর ভাঙড়ের হাতে সঁপে দিলি, আমি ত পর, আমাকে পেত্নী লেলিয়ে দিবি, বিচিত্র কি!—তোর এই বন্ধুর বক্ষে দৃষ্টিহীন হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছি, আমার পতন নাই, মৃত্যু নাই? মরণ যখন হ'লনা, তখন একটু বসি।

(শান্তির প্রবেশ ও পদে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান)

প্রমোদ। একি বাবা! পায়ে আবার ফুল ঢাললে কে!—চাটুপটু পার্ব্বতীয়া প্রকৃতি, তুই পাগলিনী—এ ফুল তুই কারে দিলি? এই অচল শিলাস্তূপেরও প্রাণ আছে—আমি প্রাণহীন! পাষাণেরও প্রাণ আছে; সেই প্রাণ-ধারা সিঞ্চনে ধরণী ফুলফল-শোভিনী—আমাতে কিছু নাই।—আমার নয়নানলে সাগর শুকায়—শস্যশ্যামলা ধরণী মরুভূমি হয়! (পুনঃ পুষ্পাঞ্জলি) আবার—আবার—দূর হ'ক তবে তোরও মুখ দেখবনা। আবার ফুল! দূর হ'ক এস্থানে বসবও না। (উঠিয়া) পেত্নী বে করব—কে কবে করেছে? এমন স্বার্থত্যাগ কে কবে দেখিয়েছে? তাহ'লে পেত্নি, এ জন্মে তোর বে হ'লনা, আমি চল্লেম। ডাকিনী-নন্দিনি, আমায় ক্ষমা কর।

(মুক্তির প্রবেশ)

মুক্তি। কি হ'ল সখি!

শান্তি। সখি, পারিস যদি আমায় পেত্নী কর্। আমি ঐ হৃদয়ের বিন্দুমাত্র স্থান ভিখারিণী, কিন্তু পেত্নী তার সমস্ত হৃদয়টা জুড়ে বসেছে, পেত্নী আমার সতিনী হয়ে সব কেড়ে নিয়েছে। ভাই, আমি কি আর স্থান পাব! আমার রূপের অহঙ্কার গুঁড়িয়ে গেছে, আমায় পেত্নী কর্।

মুক্তি। যতক্ষণ অন্ধকার-ততক্ষণ পেত্নীর অধিকার, যেই হৃদয়ে আলো খেলবে, অমনি পেত্নী দেশ ছেড়ে চলে যাবে; ভুবনমোহিনী দুয়ো রাণী, তখন সেই হৃদয়ে তোমারই যে একাধিপত্য। ঐ দেখ্ আবার ফিরল। আমি চল্লেম—দেখিস ভাই আগে হ'তে যেন কোনমতে আত্মপ্রকাশ করিসনি। [প্রস্থান।

(প্রমোদের পুনঃ প্রবেশ)

প্রমোদ। কিন্তু হতভাগিনী রূপহীনা বলে কি তার বে হবেনা, তার মুখপানে কেউ চাইবেনা! তার প্রাণের উদারতা, হৃদয়ের কোমলতা, দয়া, দাক্ষিণ্য, ভালবাসা, ভক্তি সকল থাকতে রূপ নাই বলে কি আদর পাবেনা। আমাকে দেখে মেয়েটার প্রাণে কত আশাই না জেগেছিল, সেই আশা তার ভঙ্গ হ'ল। হয় ত মনে মনে আমাকে স্বামীত্বে বরণ করে, আমার অনাদরে ভগ্নমনে তুষানলের বেড়ায় আপনাকে ঘেরেছে। মানুষী নয়—মৃত্যু নাই, অনন্তকাল পুড়বে তবু মরবে না। দূর হ'ক, এ চোখের বাঁধন খুল্লোনা, দ্বিগুণ জড়িয়ে গেল। কাঁদছে—অভিমানে, লজ্জায়, ঘৃণায়, অভাগিনী চক্ষুজলে সহস্র নদীর সৃষ্টি করছে। পেত্নী পেত্নী! উপায় নাই! সুন্দরের সঙ্গে প্রেম, ভগবন্ এ লীলা তোমায় কে দেখাতে বলেছিল? রাসেশ্বরী তোমার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী! একটা রূপহীনা প্রাণহীনা ডাইনীগাসীর মেয়ের মত পেত্নীর সঙ্গে প্রেম করতে পারতে তবে তোমার বিদ্যে বোঝা যেত। তুমি যখন পারলে না, তুমি যখন 'নবজলধর বিজরীরেখা হরিণীহীন হিমধামা' বৃন্দাবন-বিলাসিনীকে দেখে মজলে, তখন আমি কেন একটা পেত্নীর পিরীতের পাকে জীবনটাকে নাটাপাটা খাওয়াব? কখন করবনা, আমি কখন পেত্নী বে করতে পারবনা। সেই দূরে শিলাতলে কলনাদিনী সুরধুনী তীরে, অনন্ত শূন্যে প্রাণ ছড়িয়ে বসে আছে ও কেরে! মধুরতাময়ি, অনন্ত প্রাণময়ি, মদির-কটাক্ষে আমায় পাগল করতে একবার উঠে এস। উঠে এলি, আমার কামনাকর্ষণে কাছে এলি?—একি পায়ে ফুল

দিলি, দেখ্ দেখ্ প্রেমসুধায় আমার প্রাণ পূরে গেল। পেঁত্নী পেত্নী—হৃদয়মন্দির শোভাকরী, তুই কি যথার্থই সুন্দরী? আয়, বুকের ধন বুকে আয়—না কই, শান্তি কই? এযে তুষারকণবাহী সমীরণ!

শান্তি। হাঁ ভাই! বেই না হয় নাই করলে, ডাইনীর মেয়ের মুখও না হয় নাই দেখলে, আসবার সময় তার সঙ্গে একটা কথা কয়ে আসতেও কি দোষ ছিল?

প্রমোদ। য়্যাঁ য়্যাঁ তুমি, মিষ্টিকথা? তুমি এখানে কেন ভাই?

শান্তি। এই তোমাকে শেষ দেখা দেখতে ভাই!

প্রমোদ। কেন, আমি কি মরতে যাচ্ছি ভাই!

শান্তি। বালাই, তোমার মরণ শত্রুও যে কামনা করেনা ভাই, আমাদের উপকার করেছ, আমরা কি—

প্রমোদ। উপকারের কথা তুলোনা, তুই ডাইনী মাসীর কে?

শান্তি। আমি ডাইনী মাসীর মেয়ে।

প্রমোদ। কি সর্ব্বনাশ, তুই-ই ডাইনী মাসীর মেয়ে! তা একথা আমায় আগে বলিসনি কেন?

শান্তি। তাহ'লে কি হ'ত?

প্রমোদ। তাহ'লে নিশ্চয় গলায় দড়ী দিয়ে মরতেম। তোর নাম কি ভাই?

শান্তি। গুয়ী ভাই।

প্রমোদ। (নাকে কাপড় দিয়া) তাহ'লে একটু দূরে দূরে সরে থাক ভাই, স্নান ক'রে উঠেছি, এখন যেন আর হাওয়াটা গায়ে না লাগে।

শান্তি। আর দূরে সরা কেন, আমি চলে যাই। আসি ভাই, নমস্কার।

প্রমোদ। এস ভাই, নমস্কার নমস্কার।

শান্তি। নারী জ্ঞানহীনা, বিশেষতঃ আমার মা ভালমন্দ কিছুই বোঝেনা, ক্ষমাবান্! তুমি মায়ের উপর অভিমান ত্যাগ কর, মাকে ক্ষমা কর।

প্রমোদ। আরে এ কোথাকার পাগল! তোর মা কি করেছে, এই জনহীন দেশে আমাকে আশ্রয় দিয়েছে। আমি তারে কি ক্ষমা করব, তোরা আমায় ক্ষমা কর। তবে কি জানিস, আমার পেটে এক কথা মুখে এক কথা নেই, আমি তোদের ঘৃণা করি। ঘৃণায় যদি প্রেমের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহ'লে না হয় বল্ দুর্গা ব'লে ঝুলে পড়ি।

শান্তি। ঘৃণা কর! ছি ছি তাহ'লে এতক্ষণ তোমায় কষ্ট দিলেম, ভাই চল্লেম।

প্রমোদ। ছি ছি, দিন দিন আমি হলেম কি, একটা সরলা বালিকাকে কটু কথা কয়ে দূর ক'রে দিলেম! বেই না হয় নাই করলেম, মিষ্টিকথা কইতে কি দোষ ছিল। ওগো গেলে নাকি, বলি রাগ করে গেলে নাকি? বলি ও গুন্নী!

শান্তি। আবার পেছু ডাক কেন?

প্রমোদ। বাধা পড়েছে, শোন।

শান্তি। নাও কি বলবে বল।

প্রমোদ। তুই কি বড়ই কুৎসিত?

শান্তি। বড় কুৎসিত! এখন ত আমি মরেছি, যখন জীয়ন্ত ছিলেম তখনও লোকে আমায় পেত্নী বলত।

আমি উনুনমুখী, চেরণদাঁতী, কটাচোখী, থেবড়ানাকী, নাদাপেটী—

প্রমোদ। থাম্ থাম্, আমার গা বিড়িয়ে আসছে।

শান্তি। আমার চোকে পিঁচুটী, নাকে শিকনি, কাণে পূঁজ—

প্রমোদ। হয়েছে, বুঝতে পেরেছি।

শান্তি। পায়ে গোদ, তাতে বড় বড় গেঁজ, তা থেকে ঝর ঝর ক'রে রস।

প্রমোদ। (বমনোদ্যোগ) ওরে বাবা, যাইযে—

শান্তি। আরও বলব ?

প্রমোদ। আমার ঘাট হয়েছে, বুঝতে না পেরে ভাই ভিমরুলের চাকে কাটী দিয়েছি। তুই কত বয়সে মরেছিলি ?

শান্তি। আইবুড় বয়সে।

প্রমোদ। একেবারে খাঁটী আইবুড়, একটা আধটা সম্বন্ধও জোটেনি ?

শান্তি। জুটবে কোথা থেকে ভাই, আমার নাম শুনে ঘটক দেশ ছেড়ে পালাত।

প্রমোদ। স্বপ্নেও কি কখন সম্বন্ধ হয়নি।

শান্তি। সে দুঃখের কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর ভাই, শেষে কি পেত্নী হয়েও পাগল হব। স্বপ্নে আমার একজনের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়েছিল। সে বড় সুন্দর—তার নাম সুন্দর, কথা সুন্দর, রূপ সুন্দর, গুণ সুন্দর। সে মহাপ্রাণ, সে পরের দুঃখে গলে যায়, পরের হয়ে দাসত্ব করে, পরকে যথাসর্ব্বস্ব দান করে ভিখারী। পর তার প্রাণ, পরের জন্যই তার জীবনধারণ।

প্রমোদ। সে খুব বড়লোক, তারপর কি বল।

শান্তি। তার গুণ শুনে বড় আশা হ'ল ভাবলেম একবার যাই, একবার গিয়ে পায়ে ধরে প্রেমভিক্ষা চাই।

প্রমোদ। গেলি?—ওকি থামলি যে?

শান্তি। এই যে ভাই, গলায় আমার একটু সর্দ্দি জমেছে। যে লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়ে আজ তোমার সঙ্গে কথা কইছি—

প্রমোদ। আরে আমি ত ঘরের লোক, আমাকে বলতে লজ্জা কি, বলে যানা।

শান্তি। মার কাছে শুনেছিলেম, যে বিশ্বপ্রেমিক তার চক্ষে সকলি সুন্দর। মাতৃবাক্যে সাহসিনী আমি নির্লজ্জা অভিসারিকার বেশে স্বপ্নে তার কাছে গেলেম।

প্রমোদ। তারপর?

শান্তি। গিয়ে দেখলেম সেই সুন্দর, আমার কল্পনার নায়ক স্বপ্নরাজ্যেশ্বর একটা উন্মুক্ত প্রান্তরে শিলাতলে আকাশ পানে চেয়ে বসে আছে। ভয়ে ভয়ে কাছে গেলেম, গিয়ে বল্লেম ওগো প্রেমিক ঠাকুর আমায় বে করবে? প্রেমিক ঠাকুর আমাকে না দেখেই বল্লেন অমিয়ভাষিণি তুমি কে?—সকলে আমায় কর্কশা বলত।

প্রমোদ। যারা বলত তারা বিশ্বনিন্দুক, তুই যথার্থ অমিয়-ভাষিণী। তারপর বলে যা।

শান্তি। আমার বরের সেই কথা শুনে প্রাণে একটা বড় সাহস হ'ল, সেই সাহসে বল্লেম, 'একবার ফিরে দেখনা'।

প্রমোদ। ফিরে দেখলে?

শান্তি। বলছি শোননা।

প্রমোদ। শীগ্‌গির শীগ্‌গির বল্‌না।

শান্তি। বল্লেম, ওগো দয়া ক'রে আমায় একবার ফিরে দেখনা

প্রমোদ। ফিরে দেখলে ?

শান্তি। সেই বলাই আমার কাল হ'ল।

প্রমোদ। ফিরে দেখলেনা ?

শান্তি। দেখলে, পদ্মপলাশলোচন দিয়ে একবার আমার পানে চাইলে। দেখে যে মুখ ফেরালে সে মুখ আর ফিরলনা। বঁধু আমার উধাও হয়ে চলে গেল। অন্যে কটু কথা কয়ে দূর দূর করত, তা আমার সইত, কিন্তু তার মুখ ফেরান সইল না। আমি স্বপ্নেই পাগল হলেম, সে মত্ততা আর সারল না, স্বপ্নেই অকূল সমুদ্রে ঝাঁপ খেলেম, মরে পেত্নী হলেম।

প্রমোদ। ফিরল না ? সে বিশ্বপ্রেমিক ? সে ভণ্ড, চোর, পাষণ্ড, পিশাচ, সে শালার ঘরের শালা! ফিরল না, আর একটা কথাও কইলে না! সে শালার নাম কি ? আচ্ছা তারে এখন দেখলে চিনতে পারিস ?

শান্তি। আহা তার সেই চক্ষু, সে পদ্মপলাশলোচন! তার মুখ আমি দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তার আঁখি, সেই খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি!

প্রমোদ। ওকি, কাঁদিস কেন ? বালিকে বালিকে!

শান্তি। সে যে একবার আমার পানে চেয়েছিল আমায় কুরূপা দেখে ফিরিয়ে নিলে। আঁখি! ইচ্ছা করে আর একবার দেখি, না একবার কেন, বার বার দেখি, শতবার দেখি, জীবনে দেখি, মরণে দেখি সেই আঁখি——

প্রমোদ। কি কল্লি পেত্নী, আবার কি তুই পাগলিনী ? এমন নিষ্ঠুর ? সে শালা এমন নিষ্ঠুর ? আর ফিরল না! আরে পাগলী, এমন নিষ্ঠুর শালাকে স্বপ্নে দেখতে গেলি কেন ? ভাল বল সে

শালার নাম কি, বল সে শালার বাড়ী কোথায়? দেখ্ উন্মাদিনী! এই আমার বাহুযুগল, এই বাহুবলে মত্ত-মাতঙ্গ বিধ্বস্ত হয়। এই বাহু এতকাল আমি মানুষের সাহায্যে রেখেছিলেম, তোর জন্য মানুষের বিরুদ্ধে সেই বাহু আবার তুল্লেম। সে শালার নাম আমাকে বল, বল সে কোথায় থাকে, আমি তারে ধরে এনে তোর দাস করি।

শান্তি। ভাই আমি চল্লেম।

প্রমোদ। না না পেত্নী যাসনি, আমি তোরে অভয় দিলেম, আমাকে সকল কথা খুলে বল।

শান্তি। তার বাড়ী অবন্তীপুর।

প্রমোদ। অবন্তীপুর? নাম কি?

শান্তি। প্রমোদকুমার।

প্রমোদ। প্রমোদকুমার? দেখতে কেমন?

শান্তি। তা ভাই আমি বলব না।

প্রমোদ। আরে মর বলনা, এই যে তোরে অভয় দিলেম, নিঃশঙ্কচিত্তে বলনা।

শান্তি। ঠিক তোমার মতন।

প্রমোদ। আমি শালা নইত?

শান্তি। তা কেমন করে বলব, সে বহুদিনের কথা।

প্রমোদ। তুই কি বড় কুৎসিত?

শান্তি। বড় কুৎসিত, আর্শিতে নিজের মুখ দেখতেই আমার ঘৃণা করে।

প্রমোদ। আরে পেত্নী! তুই কুৎসিত হলি কেন? তোর গলা এত মিষ্টি, তুই কুৎসিত হলি কেন?

শান্তি। নরবর! তুমি সুন্দর হলে কেন? তুমি নিজে কুৎসিত হলে তো আমাকে ঘৃণা করতে না।

প্রমোদ। হয়েছে হয়েছে, আচ্ছা তুই আমার চোখ খুলে দে, আমি তোকে একবার দেখি।

শান্তি। না ভাই তোমার পায়ে পড়ি ভাই।

প্রমোদ। দেখ আমায় যদি দেখে থাকিস তো বল্, বলবার এমন সময় আর পাবিনি।

শান্তি। মূর্খচূড়ামণি! মানুষের উপর রাগে বুদ্ধি শুদ্ধি সব জলাঞ্জলি দিয়েছ? পেত্নী বলে কি আমার ধর্ম্মজ্ঞান নাই, আমি কি সতী নই, আমি কি পরপুরুষের কাছে উপযাচিকা? আমি তোমাকেই স্বপ্নে আত্মদান করেছিলেম, তুমিই আমার স্বামী! এখন তুমি যথেচ্ছা গমন করতে পার, আমি চল্লেম।

প্রমোদ। যাবি কোথায়? স্বামীর অনুমতি না নিয়ে যাবি কোথায়! কুৎসিতে! তুইও আমার স্ত্রী, তুইও আমার হৃদয়েশ্বরী! মা শঙ্করি! চোখ দাও, আমি আমার ধর্ম্মপত্নীকে স্বর্ণচক্ষে দেখি। দে পেত্নী তোর হাত দে, (হস্ত ধারণ) কুসুম কোমল কর যার, এমন সুমিষ্ট স্বর যার, সে কি পেত্নী?

শান্তি। আর আমায় পেত্নী বলে কে? আমি এখন নরের গৃহিণী নারী, সুন্দরের মনোমোহিনী সুন্দরী!

প্রমোদ। আজ আমি শান্তি পেলেম, আজীবন যে ভার হৃদয়ে বহন করে আসছি, যে জ্বালায় জ্বলে মরছি, পেত্নী তোরে পেয়ে আমার সে সকল যন্ত্রণা দূর হল। পেত্নী, তুই আমার শান্তিদায়িনী। দে আমার চোখ খুলে দে।

শান্তি। না না তা কোরনা। দেখলে যদি কষ্ট পাও।

প্রমোদ। আর তা কোর না। যা থাকে অদৃষ্টে আমি একবার তোকে দেখব। বাঁধা-চোখে আমি তোরে সুরধুনী তীরে দেখেছি, সে তুই বড় সুন্দর। একবার খোলা-চোখে তোরে দেখব।

শান্তি। করকি, করকি, তাহ'লে আমি পালাব।

প্রমোদ। সে তুই যা খুসী তাই কর, জয় দুর্গে। (চক্ষুর বন্ধন উন্মোচন)

শান্তি। তবে আমি চল্লেম। (অন্তরালে পলায়ন)

প্রমোদ। আহা কি সুন্দর! চলে যায় ও কি সুন্দর! এই আমার পেত্নীর রূপ! যায় যে, গেল যে, উধাও হয়ে চলে গেল যে, রাক্ষসি, স্বামীঘাতিনি, মনোমোহিনী, নিষ্ঠুরে—

শান্তি। (গীত)

আজু রজনী হাম ভাগ্যে পোহায়নু,
পেখনু পিয়ামুখ-চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মাননু,
দশদিশ ভেল নিরদন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মাননু,
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোয়ে অনুকুল হোয়ল
টুটল সবহু সন্দেহা॥
সোই কোকিল অব লাখ ডাকউ
লাখ উদয়া করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখ লাখ হউ
মলয় পবন বহুমন্দা॥

পট পরিবর্ত্তন।

হিমালয়-শৃঙ্গ।

চঞ্চল, চঞ্চলা, জয়ন্তী, মুক্তি, রঞ্জন ও সখীগণ।

(গীত)

আহা কি মধুর নিশি, দশদিশি হাসি হাসি,
এসেছে তোমারে বঁধু দিতে উপহার।
গগন পাঠায়ে দেছে তারার কিরণ মালা
শশী দেছে ঢেলে সুধাধার॥
শিখরিণী দেছে তার শীকর-তরঙ্গ,
অনিল দিয়াছে মধু-সঙ্গ,
জলদ দিয়াছে ফল, মধুমাখা আঁখি-জল,
চপলা দিয়াছে লীলা-হার॥
ধরহে ধরহে প্রিয়হে বঁধুহে, সকল হিয়ার বিধু-সার;
তুমি সকলের বঁধু, তুমি সকলের মধু,
তুমি সকলের শুধু, সকলি তোমার॥

যবনিকা।